খেলা-ধুলা ও বিনোদনের

ইসলামী বিধান

মুফতী ড. মাহমুদ আশরাফ উসমানী

অনুবাদঃ মাওলানা ইজহারুল ইসলাম আল-কাউসারী

প্রকাশনা ও পরিবেশনায়: ইসলামিক দাওয়াহ্ এন্ড এডুকেশন একাডেমি

সংকলকের বাণী

ইসলাম এমন একটি জীবন-বিধান যাতে মানব জীবনের প্রত্যেকটি দিকের উপর পূর্ণ দিক-নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, যার মাধ্যম পরকালীন সফলতার পাশাপাশি বৈষয়িক সকল কল্যাণের পূর্ণ নিশ্চয়তা থাকে। ইসলামের এই পরিপূর্ণ ও পবিত্র শিক্ষা যেমন আক্বিদা, ইবাদত, মু'য়ামালা, মুয়াশারা এবং আখলাকের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর সমাবেশ ঘটিয়েছে, তেমনি মানবজীবনের একটি স্পর্শকাতর ও নাজুক বিষয়েরও উপর পরিপূর্ণ নির্দেশনা প্রদান করেছে। বিষয়টি মানুষের আবেগের সাথে সংশ্লিষ্ট। সুতরাং আবেগ সংশ্লিষ্ট বিষয়ের একটি শাখা হলো, মানব জীবনে খেলা-ধুলা ও বিনোদনের ইসলামী বিধান কী?

ইফরাত-তাফরীত তথা বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ির এই যুগে এক দিকে পশ্চিমা সভ্যতা মানুষের সমগ্র জীবনকে বিনোদন ও খেলাধুলার উপকরণ বানিয়ে দিয়েছে, অপর দিকে কোন কোন দ্বীনি মহল এই চেতনা প্রকাশ করেছে যে, ইসলাম শুধু ইবাদত ও আল্লাহর ভয়-ভীতি অর্জনের নাম। ইসলামে খেলা-ধুলা, বিনোদন ও মনোরঞ্জনের কোন সুযোগ নেই। অথচ রাসূল স. সাহাবায়ে কেরাম ও আওলিয়াগণের জীবনী একদিকে যেমন যুহদ, তাক্বওয়া ও খোদাভীরুতার আদর্শ নমুনা, অন্যদিকে তা বিনোদন, চিত্তরঞ্জণ ও মনোতুষ্টির উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

জামিয়া আশরাফিয়া লাহোরে শিক্ষকতাকালীন এবং দারুল উলুম লাহোরের জামে মসজিদে জুমার খুতবায় এ বিষয়ে অধমের আলোচনার সৌভাগ্য হয়েছে। জামিয়া দারুল উলুম করাচী আগমনের পর, ফতোয়া বিভাগে এ বিষয়ের উপর দীর্ঘ একটি ফতোয়া সঙ্কলনের সুযোগ হয়। আল-হামদুলিল্লাহ এটি আমার মুরব্বীগণের সন্তুষ্টি অর্জনের পাশাপাশি আমার আত্মপ্রশান্তির কারণ ছিল। এক্ষেত্রে পরম শ্রদ্ধাভাজন মুফতী রফী উসমানী দা.বা ও মুফতী তাকী উসমানী দা.বা. এর মূল্যবাদ দিক-নির্দেশনা আমার পথচলার পাথেয় ছিল। আল্লাহ তায়ালা তাঁদেরকে উত্তম প্রতিদানে ধন্য করুন।

উক্ত ফতোয়াটি মাসিক আল-বালাগে চার পর্বে প্রকাশিত হয়। এবং আল্লাহর অনুগ্রহে পাঠকবৃন্দের জন্য তা উপকারী সাব্যস্ত হয়। এই বিষয়টাকে পুস্তক

আকারে প্রকাশ করা হচ্ছে। আল্লাহ তায়ালা এই রেসালাকে অধমের পরকালীন পাথেয় এবং পাঠকের দ্বীনি কল্যাণ অর্জনের মাধ্যম হিসেবে কবুল করুন। আমীন।

দোয়া প্রার্থী

মাহমুদ আশরাফ উসমানী।

بِسْمِ اللهِ الرَّحَمنِ الرَّحِيْم

الحمد لله رب العالمين و الصلوة والسلام علي سيدنا و مولانا محمد و آله و صحبه أجمعين–أما بعد:

শরীয়তের দৃষ্টিতের খেলা-ধুলা ও বিনোদনের বিধান বুঝার পূর্বে একটি বিষয় খুব ভালভাবে হৃদয়ে গেঁথে নিন যে, মানবজীবনের পরম আরাধ্য হলো, তার জীবনের মূল্যবান ঐ মুহূর্তগুলো যা কারও বাঁধা প্রদানে স্থির থাকে না। সেকেন্ড, মিনিট, ঘন্টা এবং দিনের আকৃতিতে তা তীব্র বেগে ফুরিয়ে আসছে। মানুষ তার জীবনের মুহূর্তগুলো সঠিক স্থানে ব্যয় করলে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ অর্জিত হবে। কিন্তু আল্লাহ না করুক সে যদি তা নষ্ট করে, তবে দুনিয়া ও আখেরাতে নেমে আসে চরম লাঞ্ছনা। একারণে পবিত্র কুরআনে সময়ের শপথ করে বলা হয়েছে,

وَ العَصْرِ إِنَّ الإنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ

"কসম যুগের, নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত"[1]

আল্লামা মুফতী শফী রহ. প্রসিদ্ধ এই সূরার তাফসীরে উপর্যুক্ত বাস্তবতা বিশ্লেষণ করে লিখেছেন,

"আল্লাহ তায়ালা প্রত্যেক মানুষকে তার জীবনের মূল্যবান সময় দিয়ে তাকে একটি ব্যবসায় নিয়োগ দিয়েছেন। যেন সে তার বিবেক ও বুদ্ধিমত্তাকে কাজে লাগায় এবং এই মহা মূল্যবাদ সম্পদকে যথার্থ স্থানে একান্ত কল্যাণকর কাজে ব্যয় করে। ফলে তার লাভের কোন সীমা-পরিসীমা থাকবে না। পক্ষান্তরে যদি সে কোন ক্ষতিকর কাজে তা ব্যয় করে, তবে লাভের আশা তো দূরে থাক, তার মূলধনই নষ্ট হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, লাভ ও মূলধন হারানোর পাশাপাশি তার উপর বিভিন্ন ধরণের অন্যায়ের শাস্তি আরোপিত হয়। কেউ যদি এই মূল্যবান সম্পদকে কোন উপকারী কিংবা কোন ক্ষতিকর কাজে ব্যয় না করে, তবে তার

[1] সূরা আসর। আয়াত নং ১-২। সম্পূর্ণ সূরার অনুবাদ নিম্নরূপ, ১) কসম যুগের, ২) নিশ্চয় মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত, ৩) কিন্তু তারা নয়, যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে তাকীদ করে সত্যের এবং তাকীদ করে সবরের।

এ ক্ষতি তো অবশ্যই হবে যে, তার মূলধন ও লাভ নষ্ট হলো। এটি কোন কাব্যগাথা নয়, বরং একটি হাদীস থেকে এ বিষয়ে স্পষ্ট নির্দেশনা পাওয়া যায়। রাসূল স. বলেছেন,

كُلُّ يَغْدُوْا فَبَائِعٌ نَفْسَه فَمُعْتِقُهَا أَوْ مُوْبِقُهَا

অর্থাৎ প্রত্যেকে সকালে ওঠে এবং নিজের জীবনের মূল্যবান সময়কে ব্যবসায় নিয়োগ করে। অত:পর কেউ এই সম্পদকে ধ্বংস ও ক্ষতিগ্রস্ততা থেকে মুক্ত করে, আবার কেউ তা ধ্বংস করে।[২]

স্বয়ং পবিত্র কুরআনেও ঈমান ও আমলকে মানুষের ব্যবসা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَيْ تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيْمٍ

মুমিনগণ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি থেকে মুক্তি দেবে?[৩]

মানুষের জীবনে সময় হলো তার মূলধন এবং মানুষ এর ব্যবসায়ী। সুতরাং সাধারণভাবে তার ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াটা এজন্য স্পষ্ট যে, তার মূলধন পুঞ্জিভূত কোন সম্পদ নয়, যা কিছু দিন গচ্ছিত রেখে পরে কাজে ব্যবহার করা যাবে, বরং এটি প্রবাহমান মূলধন। যা প্রতি সেকেন্ডে এবং প্রতি মিনিটে ছুঁটে চলছে। সুতারং এর ব্যবসায়ীকে খুব সতর্ক ও প্রস্তুত থেকে প্রবাহমান মূলধন থেকে লাভবান হতে হবে। একারণে এক বুযুর্গের ঘটনা বর্ণিত আছে যে, তিনি একদা এক বরফ বিক্রেতার দোকানে গিয়ে বললেন, তার ব্যবসা দেখে সূরা আল-আসর এর তাফসীর বুঝে এসেছে। বরফ বিক্রেতা যদি সামান্য অসতর্ক হয়, তবে তার মূলধন পানি হয়ে নষ্ট হয়ে যাবে।

---

[২] সহীহ মুসলিম শরীফ। হাদীস নং ৫৫৬। সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ৩৫১৭। মিশকাতুল মাসাবীহ, কিতাবুত ত্বাহারা, পৃ.৩৮।
[৩] সূরা সাফ, আয়াত নং ১০।

এজন্য পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে সময়ের শপথ করে মানুষকে এ নির্দেশনা প্রদান করেছে যে, ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে বাঁচার জন্য যে চারটি বিষয়ের নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, তার সুষ্ঠু ব্যবহারে যেন সামান্যতম উদাসীনতা প্রদর্শন না করা হয়। জীবনের প্রত্যেকটি মিনিটের মূল্য উপলব্ধি করুন এবং উক্ত চার কাজে তা ব্যায় করুন।[৪]

পরকালীন সফলতাকে বিবেচনা না করলেও (যদিও তা সম্ভব নয়), শুধু বৈষয়িক সফলতা কেবল তারাই অর্জন করে থাকে, যারা সময়ের প্রতি সচেতন থেকে প্রত্যেক মুহূর্তকে নিজের প্রয়োজনীয় কাজে ব্যয় করে এবং সময়ের অপচয় থেকে নিজেকে রক্ষা করে। কেউ প্রকৃত সফল তখনই হবে, যখন তিনি জীবনের মুহূর্তগুলোকে উপযুক্ত স্থানে ব্যয় করবে এবং মূল্যবান সময়কে অর্থহীন কাজ ও খেল-তামাশায় ব্যায় করা থেকে রক্ষা করবে।

এটি এমন একটি মৌলিক বাস্তবতা, যার প্রতি পবিত্র কুরআনে অনেক জায়গায় দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে। এবং তাদের নিন্দা করা হয়েছে যারা জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যকে আড়ালে রেখে জীবনকে খেল-তামাশার বস্তু বানাতে আগ্রহী।

খেল-তামাশা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের আয়াতঃ

এখান পবিত্র কুরআনের ঐ আয়াতগুলো অর্থসহ উল্লেখ করা সঙ্গত মনে করছি, যার দ্বারা খেল-তামাশা সম্পর্কে পবিত্র কুরআনের দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

১. পবিত্র কুরআনের সূরা লুকমানে ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُواً أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِين

[৪] তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন, খ.৮, পৃ.৮১২-৮১৩।

একশ্রেণীর লোক আছে যারা মানুষকে আলণ্ঢাহ্‌র পথ থেকে গোমরাহ করার উদ্দেশে অবান্ড়র কথাবার্তা সংগ্রহ করে অন্ধভাবে এবং উহাকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। এদের জন্য রয়েছে অবমাননাকর শাস্ড়ি।[৫]

২. সূরা যুখরুফে ইরশাদ হয়েছে,

فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ

"অতএব, তাদেরকে বাকচাতুরী ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দিন সেই দিবসের সাক্ষাত পর্যন্ড়, যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হয়।"[৬]

৩. সূরা তওবায় ইরশাদ হয়েছে,

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

আর যদি তুমি তাদের কাছে জিজ্ঞেস কর, তবে তারা বলবে, আমরা তো কথার কথা বলছিলাম এবং কৌতুক করছিলাম। আপনি বলুন, তোমরা কি আলণ্ঢাহ্‌র সাথে, তাঁর হুকুম আহকামের সাথে এবং তাঁর রসূলের সাথে ঠাট্টা করছিলে?[৭]

৪. সূরা আল-আনআমের ৯১ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

قُلِ اللّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ

আপনি বলে দিন: আলণ্ঢাহ্‌ নাযিল করেছেন। অত:পর তাদেরকে তাদের ক্রীড়ামূলক বৃত্তিতে ব্যাপৃত থাকতে দিন।[৮]

৫. সূরা আ'রাফে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

أَوَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَى أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا ضُحىً وَهُمْ يَلْعَبُونَ

---

[৫] সূরা লুকমান, আয়াত নং ৬।

[৬] সূরা যুখরুফ, আয়াত নং ৮৩। সূরা মায়ারিজ, আয়াত নং ৪২।

[৭] সূরা তওবা, আয়াত নং ৬৫।

[৮] সূরা আল-আনআম, আয়াত নং ৯১।

আর এই জনপদের অধিবাসীরা কি নিশ্চিন্ত হয়ে পড়েছে যে, তাদের উপর আমার আযাব দিনের বেলাতে এসে পড়বে অথচ তারা তখন থাকবে খেলা-ধুলায় মত্ত।[৯]

৬. সূরা আল-আম্বিয়া এর ২ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ إِلَّا اسْتَمَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ لاهِيَةً قُلُوبُهُمْ

তাদের কাছে তাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে যখনই কোন নতুন উপদেশ আসে, তারা তা খেলার ছলে শ্রবণ করে।[১০]

৭. সূরা দুখানের ৯ নং আয়াতে আল্লাহ পাক বলেছেন,

بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ

এতদসত্ত্বেও এরা সন্দেহে পতিত হয়ে ক্রীড়া-কৌতুক করছে।[১১]

৮. সূরা তুরের ১২ নং আয়াতে রয়েছে,

فَوَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ

সেদিন মিথ্যারোপকারীদের দুর্ভোগ হবে, যারা ক্রীড়াচছলে মিছেমিছি কথা বানায়।[১২]

৯. সূরা মায়েদার ৫৮ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ اتَّخَذُوهَا هُزُواً وَلَعِباً

আর যখন তোমরা নামাযের জন্যে আহবান কর, তখন তারা একে উপহাস ও খেলা বলে মনে করে। কারণ, তারা নির্বোধ।[১৩]

১০. সূরা আল-আম্বিয়ার ৫৫ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

---

[৯] সূরা আ'রাফ, আয়াত নং ৯৮।
[১০] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং ২।
[১১] সূরা দুখান, আয়াত নং ৯।
[১২] সূরা তুর, আয়াত নং ১২-১৩।
[১৩] সূরা আল-মায়েদা, আয়াত নং ৫৮।

أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّاعِبِينَ

তারা বলল: তুমি কি আমাদের কাছে সত্যসহ আগমন করেছ, না তুমি কৌতুক করছ?[১৪]

১১. সূরা আল-আনআমের ৭০ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِباً وَلَهْواً وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَنْ تُبْسَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ لَيْسَ لَهَا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيٌّ وَلاَ شَفِيعٌ

তাদেরকে পরিত্যাগ করুন, যারা নিজেদের ধর্মকে ক্রীড়া ও কৌতুকরূপে গ্রহণ করেছে এবং পার্থিব জীবন যাদেরকে ধোঁকায় ফেলে রেখেছে। কোরআন দ্বারা তাদেরকে উপদেশ দিন, যাতে কেউ স্বীয় কর্মে এমন ভাবে গ্রেফতার না হয়ে যায় যে, আলণ্ডাহ্ ব্যতীত তার কোন সাহায্যকারী ও সুপারিশকারী নেই।[১৫]

১২. সূরা আল-আনআমের ৩২ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَلَلدَّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ

পার্থিব জীবন ক্রীড়া ও কৌতুক ব্যতীত কিছুই নয়। পরকালের আবাস পরহেযগারদের জন্যে শ্রেষ্টতর। তোমরা কি বুঝ না ?

১৩. সূরা মুহাম্মাদের ৩৬ নং আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ

পার্থিব জীবন তো কেবল খেলাধুলা, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও এবং সংযম অবলম্বন কর, আলণ্ডাহ্ তোমাদেরকে তোমাদের প্রতিদান দেবেন এবং তিনি তোমাদের ধন-সম্পদ চাইবেন না।

---

[১৪] সূরা আম্বিয়া, আয়াত নং ৫৫।
[১৫] সূরা আল-আনআম, আয়াত নং ৭০।

১৪. সূরা আঙ্কাবুতের ৬৪ নং আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে,

وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

এই পার্থিব জীবন ক্রীড়া-কৌতুক বৈ তো কিছুই নয়। পরকালের গৃহই প্রকৃত জীবন; যদি তারা জানত।

১৩. সূরা জুমুআর ১১ নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেছেন,

قُلْ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

বলুন: আলণ্ঢাহ্র কাছে যা আছে, তা ক্রীড়াকৌতুক ও ব্যবসায় অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আলণ্ঢাহ্ সর্বোত্তম রিযিকদাতা।

এ আয়াতগুলোর সারসংক্ষেপ:

খেল তামাশা সম্পর্কে কিছু আয়াত উপরে উল্লেখ করা হয়েছে, সাথে সাথে তার অনুবাদও লেখা হয়েছে। এর মধ্যে অধিকাংশ আয়াত যদিও শা'নে নুযুলের দিক থেকে কাফেরদের সাথে সম্পর্কিত, তবুও শুধু আয়াতের অনুবাদ থেকে এবিষয়টি স্পষ্ট যে, একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন এবং একটি উদ্দেশ্যহীন খেল-তামাশার উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা জীবনের মাঝে আকাশ-পাতাল ব্যবধান। প্রথম জীবনটি ইসলামে কাম্য এবং দ্বিতীয় জীবনটি ইসলামে নিন্দনীয়।

প্রথম জীবনটি আখেরাতের আক্বিদার ধারক একজন পরিপূর্ণ মু'মিনের প্রতিচ্ছবি এবং খোলাফায়ে রাশেদীন, সালাফে-সালেহীন তার উত্তম নমুনা। পক্ষান্তরে দ্বিতীয় জীবনটি কাফের ও পাপীদের প্রতিচ্ছবি এবং উদাসীন ও উদ্দেশ্যহীন জীবনগুলো এর উদাহরণ।

মোটকথা, ইসলাম একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন-যাপনে উদ্বুদ্ধ করে। যেখানে জীবনের মূল্যবান সময় থেকে মানুষ উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলাম এ বিষয়ে যারপর নাই গুরুত্ব দিয়েছে যে, মানুষ তার জীবনের মুহূর্তগুলো এমন কাজে ব্যায় করবে, যার মাধ্যমে তার দুনিয়া ও আখেরাতে কল্যাণ নিশ্চিত হবে।

নতুবা অন্তত সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এই নিশ্চয়তা থাকা উচিৎ। একারণে সূরা আল-মু'মিনুন-এ মু'মিনদের বিশেষ গুণাবলী আলোচনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত[১৬]

তেমনিভাবে সূরা আল-ফুরকানে আল্লাহ তাঁর বিশেষ বান্দাদের বৈশিষ্ট্য তুলে ধরে বলেন,

وَإِذَا مَرُّواْ بِاللَّغْوِ مَرُّواْ كِراماً

যখন অসার ক্রিয়াকর্মের সম্মুখীন হয়, তখন মান রক্ষার্থে ভদ্রভাবে চলে যায়।[১৭]

এসমস্ত আয়াত থেকে স্পষ্ট যে, ইসলামে বুদ্ধিমান এবং আদর্শ মুমিনের চিহ্ন হলো সে অর্থহীন কথা-বার্তা ও উদ্দেশ্যহীন কাজ-কর্ম থেকে দূরে থাকে। একারণে এক হাদীসে রাসূল স. বলেছেন,

الكَّيسُ من دانَ نَفْسَه وعَمِلَ لِما بعدَ الموت ، والأحمق من أتْبَعَ نفسه هواها ، وتمنَّى على اللهِ

"প্রকৃত জ্ঞানী ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে ভালভাবে চিনেছে এবং পরকালের জন্য নেক আমল করেছে এবং নির্বোধ ঐ ব্যক্তি যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে এবং আল্লাহ নিকট অযৌক্তিক আশা রাখে।"[১৮]

এ বিষয়কে এক স্থানে ইসলামের সৌন্দর্য হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে,

مِنْ حُسْنِ إِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لَا يَعْنِيهِ

মানুষের আদর্শ ইসলামের চিহ্ন হলো, অর্থহীন কাজকে পরিত্যাগ করা।[১৯]

---

[১৬] সূরা আল-মু'মিনুন, আয়াত নং ৩।
[১৭] সূরা আল-ফুরকান, আয়াত নং ৭২।
[১৮] তিরমিযি, ইবনে মাযা। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য। পৃ.৪৫১।

এখানে উদ্দেশ্যহীন কাজ দ্বারা ঐকাজ উদ্দেশ্য যা হাদীস খেল-তামাশা ও অনর্থক কাজ (লাহু, লায়াব, ও লাগবুন) ইত্যাদি শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করা হয়েছে। এখানে উক্ত তিনটি শব্দের শাব্দিক অর্থ বর্ণনা সঙ্গত মনে করছি।

লাহবুন এর সংজ্ঞা:

اللهو: مَا يُشْغِلُ الإِنْسَانَ عَمَّا يَعْنِيْهِ و يُهِمه

অর্থাৎ প্রত্যেক ঐ জিনিসকে লাহবুন বলে, যা মানুষকে তার উদ্দিষ্ট গুরুত্বপূর্ণ জিনিস থেকে গাফেল রাখে।[২০]

লা'বুন এর সংজ্ঞা:

اللَّعْبُ: لَعِبَ فُلاَنٌ إِذَا كَانَ فَعَله غَيْر قَاصِدٍ به قصدا صَحِيحًا

অর্থাৎ লা'বুন প্রত্যেক ঐ কাজকে বলে, যা সঠিক উদ্দেশ্য ব্যতিত সম্পাদন করা হয়।[২১]

লাগবুন এর সংজ্ঞা:

اللَّغْوُ: هُوَ كُلُّ سِقْطٍ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ فَيَدْخُلُ فِيْهِ الغِنَاءُ وَ اللَّهْوُ وَ غَيْر ذَلك مِمَّا قَارَبَهُ

অর্থাৎ লাগবুন বলা হয়, প্রত্যেক অপ্রয়োজনীয় ও অতিরিক্ত কথা ও কাজকে। এর মাঝে গান-বাদ্য ও খেলতামাশা অন্তর্ভূক্ত।[২২]

---

[১৯] সুনানে তিরমিযী, হাদীস নং ২৩১৭। সুনানে ইবনে মাজা, হাদীস নং ৩৯৭৬। মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ১৭৩৭।

[২০] আল্লামা রাগেব ইস্পাহানি কৃত মুফরদাতুল কুরআন।

[২১] আল্লামা রাগেব ইস্পাহানী রহ. কৃত মুফরদাতুল কুরআন।

[২২] তাফসীরে কুরতুবী, খ.১৩, পৃ.৮০।

ইসলামে বিনোদনের অনুমতি:

ইতোপূর্বে যে আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, ইসলামী শরীয়তে সময়ের সংরক্ষণ ও উদ্দেশ্যপূর্ণ জীবন গঠনের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং লাহু, লা'ব ও লাগবুন থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

লাহু, লাব ও লাগবুন থেকে নিষেধাজ্ঞার অর্থ কখনও এটি নয় যে, ইসলামে বিনোদন থেকে নিষেধ করা হয়েছে। ইসলামে কখনও বিনোদন ও মনোরঞ্জন নিষিদ্ধ নয়। বরং এটি বললে ভুল হবে না যে, তাফরীহ বা বিনোদন যার অর্থ হলো শরীর ও মনে আনন্দ পৌঁছান, এটি শুধু বৈধই নয়, বরং একটি স্তর পর্যন্ত তা উত্তম ও প্রশংসনীয়। বিনোদনের মাধ্যমে যেন আলস্য, বিষণ্নতা ও মানসিক স্থবিরতা দূর করে পুনরায় প্রফুল্লতা, সাহসিকতা, সজীবতা ও নতুন উদ্যম সৃষ্টি করবে এবং সে প্রফুল্ল চিত্তে আবার জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্য অর্জনে আত্মনিয়োগ করবে।

অবশ্য বিনোদনটি প্রকৃতপক্ষে বিনোদন হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ এর মাধ্যমে শরীর ও মনে আনন্দ ও প্রফুল্লতা অনুভূত হবে। সেটা যেন খেল-তামাশা, হাসি-রহস্য ও অর্থহীন না হয়।

এ জাতীয় উদ্দেশ্যপূর্ণ বিনোদন রাসূল স. এবং সাহাবায়ে কেরাম রা. এর উত্তম আদর্শে পূর্ণভাবে পাওয়া যায়। রাসূল স. একে শুধু বৈধই মনে করেননি, বরং মহান উদ্দেশ্যের প্রতি দৃষ্টি রেখে একে সওয়াব ও পূণ্যের কাজ মনে করেছেন। একদিকে রাসূল স. এর জীবনী যেমন কঠোর পরিশ্রম, ত্যাগ-তিতীক্ষা, ইলম-আমল, খোদাভীরুতা, আল্লাহর যিকির, জিহাদ, তাবলীগ এবং উত্তম ইবাদতে সজ্জিত, অপরদিকে রাসূল স. এর জীবনে আনন্দ ও বিনোদনের বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়, যা পরবর্তীতে ইনমশাআল্লাহ আলোচনা করা হবে।

প্রফুল্লতা ও উদ্যমতা উদ্দেশ্য থাকবে:

ইসলামে অর্থপূর্ণ বিনোদনের যে অনুমতি দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য স্পষ্ট অর্থাৎ ইসলামে অলসতা ও বিষণ্ণতা অপছন্দনীয় এবং প্রফুল্লতা ও বিনোদন পছন্দনীয়। ইসলাম মানবীয় প্রকৃতির অনুকূল একটি জীবন-ব্যবস্থা। আল্লাহ তায়ালা মানুষের কল্যাণের জন্য শরীয়ত অবতীর্ণ করেছেন। এজন্য শরীয়তের শিক্ষার চাহিদা হলো, মানুষ শরীয়তের সকল বিধি-বিধানের উপর বিষণ্ন ও সঙ্কীর্ণ মনে আমলের পরিবর্তে আনন্দচিত্তে আমল করবে এবং দেহ ও মনের উদ্যমতার সাথে জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করবে।

বিষণ্ণতা, আলস্য ও সঙ্কীর্ণ মানসিকতা অপছন্দনীয় হওয়া এবং প্রফুল্লতা ও উদ্যমতা পছন্দনীয় হওয়ার ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত ও হাদীস উল্লেখ করা হলো,

১. আল্লাহ তায়ালা পবিত্র কুরআনে ইরশাদ করেছেন,

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

আল্লাহ তায়ালা ধর্মের মাঝে তোমাদের জন্য কোন সঙ্কীর্ণতা রাখেননি।[২৩]

২. আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

يُرِيْدُ الله بِكُم اليسر وَلاَ يُرِيْدُ بِكُم العُسْرَ

আল্লাহ তায়ালা তোমাদের উপর সহজ করতে চান এবং তোমাদের কঠোরতা করতে চান না।[২৪]

৩. ঈদের দিনে কিছু হাবশী ডাল ও তলোয়ার নিয়ে খেলছিল। হুজুর স. কে দেখে তারা খেলা বন্ধ করে দিল। রাসূল স. তাদেরকে বললেন,

---

[২৩] সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত নং ৭৮।
[২৪] সূরা বাকারা, আয়াত নং ১৭৫।

خُذُوْا يَا بني أُرفدة حتي تعلم اليهود و النصاري أن في ديننا فرحة

হে হাবশী ছেলেরা, তোমরা খেলতে থাকো যেন ইহুদী ও খ্রিষ্টানরা জানতে পারে যে, আমাদের ধর্মে আনন্দ-ফূর্তি রয়েছে।[২৫]

৪. কোন কোন বর্ণনা মতে রাসূল স. তাদেরকে বলেছেন,

إلهوا و العبوا فإني أكره أن يري في دينكم غلظة

তোমরা খেলা-ধূলা করতে থাকো, কেননা আমি তোমাদের ধর্মে কঠোরতাকে অপছন্দ করি।[২৬]

৫. ঈদের দিনে কিছু ছেলে খেলা–ধুলা করছিল, হযরত আবু বকর রা.তাদেরকে নিষেধ করতে চাইলেন। রাসূল স. হযরত আবু বকর রা. কে বললেন,

وَعمَّن يا أبا بكر فإنها أيام عيد لتعلم اليهود أن ديننا فرحة، إني أرسلت بحنيفية سمحة

কোন জিনিস থেকে নিষেধ করছো হে আবু বকর, এটি ঈদের দিন। ইহুদীরা জানুক যে, আমাদের ধর্মেও বিনোদন রয়েছে। নিশ্চয় আমি সুমহান দ্বীন নিয়ে আগমন করেছি।[২৭]

---

[২৫] ذكره السيوطي في الجامع الصغير و قال رواه أبو عبيدة في غريب الحديث و الخرائطي في كتابه إمتلال القلوب عن الشعبي مرسلا. قال المناوي في فيض القدير ظاهر صنيع المصنف أنه لم يقف عليه مسندا و إلا لما عدل لروايته مرسلا. و أنه لم يخرجه أحد من المشاهير الذين وضع لهم الرموز، وهو ذهول فقد خرجه أبو نعيم و الديلمي من حديث الشعبي عن عائشة قالت مر رسول الله صلي الله عليه وسلم بالذين يدركون با لمدينة فقال عليهم و كنت أنظر فيما بين أذنيه و هو يقول : خذوا إلخ قال فجعلوا يقولون أبو القاسم الطيب، أبو القاسم الطيب فجاء عمر فانذعروا. قال في الميزان هذا منكر وله إسناد آخر واه (فيض القدير شرح الجامع الصغير، ص 436 ج 3)

[২৬] ذكره السيوطي في الجامع الصغير ناقلا عن السنن الكبري للبيهقي راجع فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي ص 61 ج1 و كف الرعاع عن محرمات اللهو و السماع.

[২৭] كنز العمال ص 214 ج 15 رامزا مسند الإمام أحمد و في مسند الإمام أحمد عن عائشة أن أبا بكر دخل عليها و عندها جاريتان تضربان بدفين فانتهرهما أبو بكر فقال له النبي صلي الله عليه وسلم دعهن فإن لكل قوم عيدا ص 33 ج 6 و أيضا فيه عن عائشة قالت قال رسول الله صلي الله عليه وسلم يومئذ لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة أني أرسلت بحنفية سمحة ص 116ج 6 مسند الإمام أحمد

৬. এক হাদীসে রয়েছে,

روحوا القلوب ساعة فساعة

অর্থাৎ সময়ে সময়ে অন্তরকে আনন্দ দিতে থাকো।[২৮]

৭. এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল স. বলেছেন,

القلب يمل كما تمل الأبدان فأطلبوا لها طرائق الحكمة

শরীর যেমন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, অন্তরও তেমনি বিষণ্ন হয়ে যায়। সুতরাং এর জন্য হেকমতের পথ অনুসন্ধান করো।[২৯]

৮. হযরত আলী রা. বলেন, রাসূল স. যখন কোন সাহাবীর মন বিষণ্ন দেখতেন, তখন হাসি-কৌতুকের মাধ্যমে তাকে খুশি করে দিতেন।[৩০] একদা হযরত আবু বকর রা. রাসূল স. এর মন বিষণ্ন দেখলেন, তখন তিনি নিজের একটি ঘটনা শুনিয়ে রাসূল স. কে খুশি করলেন।[৩১]

৯. এক সাহাবী বর্ণনা করেছেন, আমরা এক মজলিশে বসা ছিলাম. তখন রাসূল স. আগমন করলেন। রাসূল স. এর মাথায় পানির চিহ্ন ছিল। আমরা আরজ করলাম, হে আল্লাহর রাসূল স. আপনাকে খুব খুশি দেখাচ্ছে? রাসূল স.

---

[২৮] أنظر أحكام القرآن للشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله و ذكره السيوطي في الجامع الصغير ، قال المناوي في شرحه رواه أبو داؤد في مراسله عن إبن شهاب مرسلا، قال البخاري و يشهد له ما في مسلم و غيره يا حنظلة ساعة ساعة فيض القدير ص 41 ج 4

[২৯] أنظر أحكام القرآن للشيخ المفتي محمد شفيع رحمه الله ص. 195 ج 3

[৩০] نقل العلامة علي القاري رحمه في شرح حديث النبي صلي الله عليه وسلم : فقلت لأقولن شيئا أضحك النبي بضم الهمزة وكسر الحاء وفي رواية يضحك النبي وهو يحتمل أن يكون من الإضحاك والنسبة مجازية وأن يكون من الضحك فالتقدير يضحك به النبي والمراد حصول السرور والإنشراح ورفع الكدورة بالمزاح قال النووي في شرح مسلم قوله يضحك في نسخة أضحك فيه ندب مثل هذا وإن الإنسان إذا رأى صاحبه حزينا أن يحدثه حتى يضحك أو يشغله ويطيب نفسه ا هـ وفي آداب المريدين للسهروردي رحمه الله عن علي رضي الله عنه أنه قال كان النبي يسر الرجل من أصحابه إذا رآه مغموما بالمداعبة : مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، ص 268 ج 1

[৩১] راجع تكملة فتح الملهم في شرح صحيح المسلم، محمد تقي العثماني ص 175 ج 1

বললেন, হ্যাঁ। অতঃপর লোকজন সম্পদ নিয়ে আলোচনা শুরু করল। তখন রাসূল স. বললেন, খোদাভীরুদের জন্য সম্পদশালী হওয়াতে কোন অসুবিধা নেই। তবে মুত্তাকিদের জন্য সম্পদ থেকে সুস্থতা অনেক উত্তম এবং খুশি থাকা তো আল্লাহ তায়ালার বিশেষ নেয়ামতের অন্যতম।[৩২]

১০. হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, শক্তিশালী মু'মিন দুর্বল মু'মিন থেকে উত্তম এবং আল্লাহ তায়ালার নিকট অধিক প্রিয়। তবে উভয়ের মাঝে কল্যাণ নিহিত আছে। উপকারী জিনিসের আকাঙ্খা রাখো। আল্লাহ তায়ালার সাহায্য প্রার্থনা করতে থাকো এবং অক্ষম ও মনক্ষুণ্ন হয়ো না।[৩৩]

১১. রাসূল স. দু'য়া করতেন,

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ العجْزِ وَ الكَسَلِ وَ الجبن و الهَرَمِ

হে আল্লাহ আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।[৩৪]

এ আয়াত ও হাদীস থেকে প্রতীয়মান হয় যে, প্রফুল্লতা, উদ্যমতা, আনন্দ-বিনোদন ইসলামে পছন্দনীয় এবং মনক্ষুন্নতা, অলসতা ও মানসিক দূর্বলতা অপছন্দনীয়। এ কারণে প্রয়োজনীয় সীমাবদ্ধতার সাথে ইসলাম খেলা-ধুলা বৈধ, যার বিস্তারিত আলোচনা পরে আসছে।

[৩২] مسند الإمام أحمد، أنظر مشكاة المصابيح مع شرحه مرقاة المفاتيح ص 41 ج10

[৩৩] মলসিুম শরীফ। মিরকাতুল মাফাতেহ দ্রষ্টব্য। খ.১০, পৃ.৪১।

[৩৪] মলসিুম শরীফ। মিরকাতুল মাফাতেহ দ্রষ্টব্য। খ.৫, পৃ.২২৫।

হাদীসের আলোকে পছন্দনীয় খেলা-ধুলাঃ

তিরমিযি, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ এবং সহীহ ইবনে খোযাইমায় রাসূল স. এর বিখ্যাত হাদীস,

كُلُّ شيْءيَلْهُوْ بِه الرَّجُل بَاطل إلاَّ رَمْيَةٌ بِقَوْسٍ وَتَأْدِيْبُهُ فَرَسَه وَ مُلَاعَبَتُه إِمْرأَتَه فَإنهن من الحق

মানুষের প্রত্যেক খেলা-ধুলা বাতিল, তবে তীর নিক্ষেপ, ঘোড়া দৌড়ান এবং নিজ স্ত্রীর সাথে বিনোদন ব্যতীত। কেননা এ তিন প্রকার খেলা হক্ব তথ উপকারী।[৩৫]

কানযুল উম্মালে উক্ত হাদীসটি এভাবে বর্ণিত হয়েছে,

مَا مِنْ شَيْء تَحْضره الملائكة من اللهو إلا ثلاثة الرجل مع إمرأته و إجراء الخيل و النضال

“তিনটি খেলা ব্যতীত অন্য কোন খেলায় রহমতের ফেরেশতা অবতীর্ণ হয় না। অর্থাৎ ১. স্ত্রীর সাথে বিনোদন। ২. ঘোড়া দৌড়ান। ৩. তীরান্দাযি।[৩৬]

---

[৩৫] مشكاة المصابيح باب إعداد آلة الجهاد ص 336 ورواه الترمذي في باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله بلفظ كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل إلا رمية بقوسه و تأ ديبه فرسه و ملاعبته أهله فإنهن من الحق و حسنه الترمذي. و رواه إبن ماجة في باب الرمي في سبيل الله بلفظ كل ما يلهو به المرء المسلم باطل إلا رمية بقوسه و تاديبه فرسه و ملاعبته إمرأته فإنهن من الحق ورواه الإمام أحمد في حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه بلفظ كل شيء يلهو به الرجل باطل إلا رمية الرجل بقوسه و تاديبه فرسه و ملاعبته إمرأته فإنهن من الحق ومن نسي الرمي بعد ما علمه فقد كفر الذي علمه ، مسند الإمام أحمد ص 144 ج 4 وفي صحيح البخاري في كتاب الإستئذان باب كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله

قال إبن حجر : قَوْله (بَاب كُلّ لَهْو بَاطِل إِذَا شَغَلَهُ) أَيْ شَغَلَ اللَّاهِي بِهِ (عَنْ طَاعَة اللَّه)أَيْ كَمَنْ اِلْتَهَى بِشَيْءٍ مِنْ الْأَشْيَاء مُطْلَقًا سَوَاء كَانَ مَأْذُونًا فِي فِعْله أَوْ مَنْهِيًّا عَنْهُ كَمَنْ اِشْتَغَلَ بِصَلَاةِ نَافِلَة أَوْ بِتِلَاوَةٍ أَوْ ذِكْر أَوْ تَفَكُّر فِي مَعَانِي الْقُرْآن مَثَلًا حَتَّى خَرَجَ وَقْت الصَّلَاة الْمَفْرُوضَة عَمْدًا فَإِنَّهُ يَدْخُل تَحْت هَذَا الضَّابِط ، وَإِذَا كَانَ هَذَا فِي الْأَشْيَاء الْمُرَغَّب فِيهَا الْمَطْلُوب فِعْلهَا فَكَيْف حَال مَا دُونهَا ، وَأَوَّل هَذِهِ التَّرْجَمَة لَفْظ حَدِيث أَخْرَجَهُ أَحْمَد وَالْأَرْبَعَة وَصَحَّحَهُ اِبْن خُزَيْمَةَ وَالْحَاكِم مِنْ حَدِيث عُقْبَةَ بْن عَامِر رَفَعَه " كُلّ مَا يَلْهُو بِهِ الْمَرْء الْمُسْلِم بَاطِل إِلَّا رَمْيه بِقَوْسِهِ وَتَأْدِيبه فَرَسه وَمُلَاعَبَته أَهْله " الْحَدِيث . وَكَأَنَّهُ لَمَّا لَمْ يَكُنْ عَلَى شَرْط الْمُصَنِّف اِسْتَعْمَلَ لَهُ لَفْظ تَرْجَمَة ، وَاسْتَنْبَطَ مِنْ الْمَعْنَى مَا قَيَّدَ بِهِ الْحُكْم الْمَذْكُور . وَإِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَى الرَّمْي أَنَّهُ لَهْو لِإِمَالَةِ الرَّغَبَات إِلَى تَعْلِيمه لِمَا فِيهِ مِنْ صُورَة اللَّهْو لَكِنَّ الْمَقْصُود مِنْ تَعَلُّمه الْإِعَانَة عَلَى الْجِهَاد ، وَتَأْدِيب الْفَرَس إِشَارَة إِلَى الْمُسَابَقَة عَلَيْهَا ، وَمُلَاعَبَة الْأَهْل لِلتَّأْنِيسِ وَنَحْوه ، وَإِنَّمَا أَطْلَقَ عَلَى مَا عَدَاهَا الْبُطْلَان مِنْ طَرِيق الْمُقَابَلَة لَا أَنَّ جَمِيعهَا مِنْ الْبَاطِل الْمُحَرَّم .كذا في فتح الباري ص 91 ج 11

[৩৬] أنظر كنز العمال ص 414 ج 15

কানযুল উম্মালের অপর এক বর্ণনায় এবং জামে সগীরের এক বর্ণনায় তিনের পরিবর্তে চারটি খেলার কথা এসেছে,

كل شيء ليس من ذكر الله لهو و لعب إلا أن يكون أربعة: ملاعبة الرجل إمرأته و تَأْديب الرجل فرسه و مشي الرجل بين الغرضين و تعليم الرجل السباحة

আল্লাহ তায়ালা যিকির সম্পর্কিত নয় এমন প্রত্যেকটি জিনিস খেল-তামাশার অন্তর্ভূক্ত। তবে চারটি জিনিস ব্যতীত, ১. স্ত্রীর সাথে বিনোদন ও খেলা-ধুলা। ২. ঘোড়া দৌড়ান। ৩. লক্ষ বস্তুতে আঘাত করার জন্য যাওয়া। ৪. কাউকে সাঁতার শিখান।[৩৭]

উল্লেখিত হাদীসগুলোতে যেসমস্ত খেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এছাড়াও আরও কিছু বিশদ ও উৎসাহ ব্যঞ্জক হাদীস রয়েছে। ইসলামে পছন্দনীয় উপর্যুক্ত খেলা-ধুলা ও বিনোদনের প্রত্যেকটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্তভাবে পৃথক পৃথক কিছু আলোচনা সঙ্গত মনে করছি।

তিরান্দাযিঃ

ইসলামের পছন্দনীয় একটি খেলা হলো, নিশানায় আঘাত। বিভিন্ন হাদীসে রাসূল স. এর ফজীলত বর্ণনা করেছেন। এবং এটি শিখার গুরুত্ব ও সওয়াব বর্ণনা করেছেন। এই খেলার মাধ্যমে যেমন শারীরিক চাঞ্চল্য, মজবুত পেশী এবং দৃষ্টির তীক্ষ্মতা বৃদ্ধি পায়, তেমনি প্রয়োজনের মুহূর্তে বিশেষভাবে জিহাদের ময়দানে কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমান যুবকদের খুব কাজে আসে। পবিত্র কুরআনে রীতিমত মুসলমানদেরকে আদেশ করা হয়েছে,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

---

[৩৭] كنز العمال ص 211 ج15 و الجامع الصغير مع فيض القدير ص 23 ج 5 قال المناوي في فيض القدير : من حديث عطاء بن أبي رباح (عن جابر بن عبد الله وجابر بن عمير) الأنصاري قال : رأيتهما يرميان فمل أحدهما فجلس فقال الآخر : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول فذكره رمز لحسنه وهو تقصير فقد قال في الإصابة : إسناده صحيح فكان حق المصنف أن يرمز لصحته

আর প্রস্ডুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে।[৩৮]

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে রাসূল স. এই শক্তিকে তীরান্দাযি দ্বারা ব্যখ্যা করেছেন। রাসূল স. তিনবার বলেছেন,

ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي

অর্থাৎ জেনে রেখো, অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতই হলো শক্তি। নি:সন্দেহে অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতই হলো শক্তি এবং নিশ্চিত জেনে রেখো, অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতই হলো শক্তি।[৩৯]

লক্ষ্য বস্তুতে আঘাতের ক্ষেত্রে যেমন তা তীরের মাধ্যমে হতে পারে, তেমনি গুলি, রকেট, মিসাইল এবং বোমা সঠিক লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের মাধ্যমে হতে পারে। এবং এগুলোর প্রত্যেকটি দ্বারা যেমন শরীর ও অঙ্গ-প্রতঙ্গের ব্যায়াম হয়, তেমনি এতে বিশেষ সওয়াব অর্জিত হয়।[৪০]

এক বর্ণনায় রাসূল স. বলেছেন,

“নিশ্চয় আল্লাহ তায়ালা একটি তীরের কারণে তিন ব্যক্তিকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। ১. তীরের কারিগর যখন সে সওয়াবের আশায় তীর তৈরি করে। ২. তীরের ব্যবস্থাকারী। ৩. এবং তীর নিক্ষেপকারী। লোকসকল, তোমরা তিরান্দাযি ও ঘোড়া দৌড়ান শেখো। ঘোড়া দৌড়ানোর চেয়ে আমার নিকট তির নিক্ষেপ শিখা অধিক পছন্দনীয়। যে ব্যক্তি তিরান্দাযি শিখে তা ছেড়ে দিল, সে নেয়ামতের অকৃতজ্ঞতা করলো।[৪১]

অপর এক হাদীসে এসেছে,

---

[৩৮] সূরা আনফাল, আয়াত নং ৬০।
[৩৯] মুসলিম শরীফ। মেশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.৩৩৬।
[৪০] বাযলুল মাজহুদ ফি হল্লি আবি দাউদ, পৃ.৪২৮, খ.১১।
[৪১] সুনানে দারমী। মেশকাতুল মাসাবিহ দ্রষ্টব্য, পৃ.৩৩৭।

'যে ব্যক্তি তিরান্দাযি শিখে তা ছেড়ে দিলো, সে আমাদের অন্তর্ভূক্ত নয়।' অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী রাসূল স. বলেন, "সে গোনাহের কাজ করলো"।[৪২]

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে এসেছে, তোমাদের জন্য পারস্যকে বিজিত করা হবে এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদের জন্য আল্লাহ তায়ালাই যথেষ্ট হবেন। কিন্তু তখনও তোমরা তির নিয়ে খেলা-ধুলা ছেড়ে দিও না।[৪৩]

উল্লেখিত হাদীসগুলো থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, অভীষ্ট লক্ষ্যবস্তুতে আঘাতের জন্য নিশানা ঠিক করা ইসলামে খুবই পছন্দনীয়। এবং সরাসরি হাদীসে এটি শিখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। শিখার পরে রীতিমত তা চর্চার আদেশ দেয়া হয়েছে এবং শেখার পরে তা ভুলে যাওয়া থেকে কঠোরভাবে নিষেধ করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে, এই নিশানা ঠিক করার বিষয়টিও অর্থপূর্ণ হতে হবে। অর্থাৎ এমন জিনিসের মাধ্যমে নিশানা ঠিক করবে, যা পরবর্তীতে কাজে লাগবে। নতুবা উদ্দেশ্যহীন তিরান্দাযি থেকে স্বয়ং হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

"হযরত আব্দুল্লাহ বিন মুগাফফাল রা. এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে পাথর ছুঁড়ছে। তিনি তাকে বললেন, পাথর ছুঁড়ো না। কেননা, রাসূল স. পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, এর দ্বারা যেমন কোন প্রাণী শিকার করা যায় না, তেমনি কোন দুশমনকে আক্রান্ত করা যায় না। বরং এটি কারও দাঁত ভেঙ্গে দেয়, কারও চোখে আঘাত করে।" [৪৪]

শরীয়তে উদ্দেশ্যহীন ঘোড়া দৌড়ানোকেও অপছন্দ করা হয়েছে এবং একে অর্থহীন কর্মকান্ডের অন্তুর্ভূক্ত করা হয়েছে, যার সঠিক কোন উদ্দেশ্য নেই। কানযুল উম্মালে হযরত হাকীম বিন আব্বাদ বিন হুনাইফ থেবে বর্ণিত হয়েছে,

"মুসলমানদের যখন সম্পদ ও ঐশ্বর্য অর্জিত হলো এবং সাধারণ লোক যখন বিলাসিতার প্রতি ঝুঁকে পড়তে শুরু করলো, তখন মদীনায় সর্বপ্রথম যে

---

[৪২] মুসলিম শরীফ, মেশকাতুল মাসাবীহ দ্রষ্টব্য। পৃ.৩৩৬।
[৪৩] প্রাগুক্ত।
[৪৪] বোখারী ও মুসলিম। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য। পৃ.৩০৫।

অনিষ্টের আবির্ভাব হলো, তা হলো, লোকজন কবুতর প্রতিযোগিতা ও ঘোড় সওয়ারীর প্রতিযোগিতা শুরু করলো। তখন হযরত উসমান গণী রা. এর সময় ছিল। তিনি বনী লাইস গোত্রের এক ব্যক্তিকে মদীনায় নিয়োগ দিলেন, যেন সে কবুতরের পা কেটে দেয় এবং ঘোড়ার পা ভেঙ্গে দেয়।[৪৫]

মোট কথা, উদ্দেশ্যপূর্ণ নিশানা শিখা, যা পরবর্তীতে জিহাদের কাজে লাগবে সেটা ইসলামের পছন্দনীয় খেলা। একই উদ্দেশ্যে বন্দুক চালান শিখাও পছন্দনীয়, তবে শর্ত হলো, এটি শরীয়তের সীমা-রেখার মাঝে থাকবে।

বাহনে আরোহণঃ

ইসলামে পছন্দনীয় দ্বিতীয় খেলা হলো, ঘোড় সওয়ারী, যা জিহাদে কাজে লাগবে। এটি এমন একটি খেলা, যার মাধ্যমে শারিরিক অনুশীলনের পাশাপাশি মানুষের মাঝে দক্ষতা, হিম্মত, সাহসীকতা, উদ্যম এবং উন্নত মানসিকতার মতো শ্রেষ্ট গুণাবলী সৃষ্টি হয়। প্রয়োজনে জিহাদের ময়দানে এবং সফরে এটি কাজে লাগে। কুরআন ও হাদীসে যদিও সাধারণভাবে ঘোড়ার কথা বলা হয়েছে, তবে এর দ্বারা এমন বাহন উদ্দেশ্য যা জিহাদের ময়দানে কাজে লাগে। পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّاللَّهِ وَعَدُوَّكُم وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لاَ تَعْلَمُونَهُمُ اللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ

আর প্রস্ড়ুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আলণ্ডাহ্র শুত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপর ও যাদেরকে তোমরা জান না; আলণ্ডাহ্ তাদেরকে চেনেন।[৪৬]

---

[৪৫] কানযুল উম্মাল, পৃ.২২২, খ.১৫।

[৪৬] সূরা আনফাল, আয়াত নং ৬০।

এ আয়াতের তাফসীরে মুফতী শফী রহ. তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআনে লিখেছেন,

"যুদ্ধের উপকরণের মাঝে বিশেষভাবে ঘোড়ার আলোচনা এজন্য করা হয়েছে যে, তৎকালীন সময়ে কোন দেশ ও সাম্রাজ্য বিজয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ ছিল ঘোড়া এবং বর্তমান সময়েও অনেক জায়গা এমন রয়েছে, যেখানে ঘোড়া ব্যতীত বিজয় করা সম্ভব নয়। একারণে রাসূল স. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা ঘোড়ার কপালে বরকত নিহিত রেখেছেন।"[৪৭]

জিহাদের এ মহান উদ্দেশ্য সামনে রেখে যে ঘোড়া প্রতিপালন করা হয়, ঘোড় সওয়ারী শিখা হয় এবং তার চর্চা করা হয়, তার সওয়াব সম্পর্কে রাসূল স. বলেছেন,

"যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর পূর্ণ ঈমান রেখে এবং তার প্রতিশ্রুতিগুলোর প্রতি বিশ্বাস রেখে আল্লাহর পথে যুদ্ধের জন্য ঘোড়া প্রতিপালন করলো, আল্লাহ তায়ালা কেয়ামতের দিন ঐ ঘোড়ার সমস্ত খাবার, পানি, এমনকি তার গোবর ও পেশাবকে তার আমল নামার সাথে পরিমাপ করাবেন"।[৪৮]

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে ঘোড়া প্রতিপালনের তিনটি অবস্থা উল্লেখ করা হয়েছে এবং প্রত্যেকটি অবস্থার হুকুম ভিন্ন ভিন্ন আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল স. বলেছেন,

"ঘোড়া তিন প্রকার। ১. সওয়াবের অর্জনের মাধ্যম। ২. রক্ষণা-বেক্ষণের উপকরণ। ৩. বিপদের কারণ।

১. সওয়াব অর্জনের মাধ্যম হলো সেই ঘোড়া, যা মানুষ আল্লাহর রাস্তায় ব্যবহারের জন্য প্রতিপালন করে থাকে। এই ঘোড়া যা কিছু খায়, আল্লাহ তায়ালা তার পরিবর্তে মালিককে সওয়াব দিয়ে থাকেন। মালিক যদি তা সবুজ

[৪৭] তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, খ.৪, পৃ.২৭২।
[৪৮] বোখারী শরীফ। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য। পৃ.৩৩৬।

উদ্যানে চরায়, তবে ঘোড়া যা কিছু খায়, আল্লাহ তায়ালা তার বিনিময়ে তাকে পূণ্য দান করেন। যদি নদী থেকে তাকে পানি পান করায়, তবে পানির প্রত্যেক ফোঁটার পরিবর্তে আল্লাহ তায়ালা তাকে সওয়াব দান করবেন। এমনকি গোবর ও পেশাবের কারণেও তাকে সওয়াব দেয়া হবে। এ ঘোড়া যদি দু'একটি টিলায় চক্কর দেয়, তবে প্রত্যেক কদমে তাকে সওয়াব দেয়া হবে।

২. রক্ষণা-বেক্ষনের ঘোড়া হলো, যা মানুষ নিজ সম্মান ও আল্লাহর দেয়া নেয়ামত সংরক্ষণে লালন-পালন করে। এবং ঘোড়ার সাথে সংশ্লিষ্ট যত হক্ব রয়েছে সবগুলো সে আদায় করে।

৩. বিপদের কারণ হলো সেই ঘোড়া, যা সে অহঙ্কার ও নিজের বড়ত্ব প্রকাশের জন্য লালন-পালন করে। এধরণের ঘোড়া মালিকের জন্য অভিশাপ ও বিপদের কারণ।[৪৯]

জিহাদের ময়দানের ঘোড়ার গুরুত্ব প্রসঙ্গে হাদীসের কিতাবে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে। সেগুলো অধ্যয়নের দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, জিহাদের উদ্দেশ্যে ঘোড়া প্রতিপালন অত্যন্ত সওয়াবের কাজ, সাথে সাথে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয় যে, রাসূল স. ঘোড়ার প্রকারভেদ এবং তাদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন।

এসমস্ত হাদীসে যদিও ঘোড়ার ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে, তবে মৌলিক কারণের একাত্মতার কারণে বিধান একই হয়, এই নীতির আলোকে বলা যায়, ঘোড়ার ফজীলত যেমন হাদীস দ্বারা সাব্যস্ত হয়, তেমনিভাবে প্রত্যেক বাহন যা জেহাদের ময়দানে কাজে লাগে, সেগুলো যদি জেহাদের উদ্দেশ্যে চালান হয়, তবে সেগুলোও একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে।

যেমন, জঙ্গি বিমান, হেলিকপ্টার, প্যারাসুট, সামুদ্রিক জাহাজ, ট্যাঙ্ক, সাজোয়া যান, কার, জীপ, মোটর সাইকেল এবং সাইকেল ইত্যাদি। যখন বৈধ ও উত্তম

---

[৪৯] মুসলিম শরীফ, খ.১, পৃ.৬৯।

উদ্দেশ্যে এ সমস্ত বাহন চালানো শিখা ও তার ট্রেনিং নেয়া হয়, তখন তা ইসলামে পছন্দনীয় খেলার অন্তর্ভূক্ত হবে।

সাঁতার শিখা:

সাঁতার শিখা এমন একটি শারীরিক ব্যায়াম যে সম্পর্কে হাদীসে আলোচনা করা হয়েছে। এর মাধ্যমে যেমন শরীরের কাঠামো মজবুত হয়, তেমনি প্রয়োজনের সময় অন্যের জীবন বাঁচাতে সহায়ক হয়। এর মাধ্যমে একটি জিহাদী প্রস্তুতিও সম্পন্ন হয়। কেননা যে কোন যুদ্ধে নদী, পাহাড়ী নালা ইত্যাদি অতিক্রম একটি স্বাভাবিক বিষয়। বর্তমান সময়ে মেরিন সেনা ও সামুদ্রিক যুদ্ধ-জাহাজের মোকাবেলা একটি সাধারণ বিষয়। এজন্য একজন মুসলমান যুবকের জন্য সাঁতার একদিকে তার শারিরিক কসরত, বিনোদন ও চিত্তরঞ্জনের মাধ্যম, অন্যদিকে তা প্রয়োজনের সময় নিজের ও অন্যের প্রাণ বাঁচান এবং পরবর্তী সময়ে জিহাদের জন্য উত্তম প্রস্তুতি হিসেবে গণ্য হবে। একারণে কানযুল উম্মাল ও জামে সগীরের বর্ণনায় একে সওয়াব ও পুণ্যের মাধ্যম সাব্যস্ত করা হয়েছে। এছাড়াও কানযুল উম্মাল ও জামে সগীরের অন্য এক হাদীসে রাসূল স. এর ইরশাদ বর্ণিত হয়েছে,

"মু'মিনের সর্বোত্তম খেলা হলো, সাঁতার।[৫০]

সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকেও সাঁতারের গুরুত্ব সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। "হযরত আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস রা. বলেন, আমি ইহরাম বাঁধা অবস্থায় ছিলাম। তখন হযরত উমর রা. আমাকে বললেন, এসো আমরা ডুব দিয়ে পরীক্ষা করি কার শ্বাস ধারণ ক্ষমতা বেশি।" ।[৫১]

---

[৫০] كنز العمال ص 211 ج15 و الجامع الصغيبر مع فيض القدير ص88ج 3 و هذا الخبر إن كنا نقرر ضعفه فله شواهد

[৫১] عوارف المعارف للسهروردي ص 144 دار المعرفه بيروت

পাঁয়ে হাঁটা ও দৌড়ানঃ

নিজের শক্তি ও সুস্থতা অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য ধীরে অথবা দ্রুত দৌড়ান এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ শারিরিক অনুশীলন যার উপকারীতা সম্পর্কে সমস্ত ডাক্তার একমত। জামে সগীরের পূর্বোক্ত বর্ণনায় একে পছন্দনীয় খেলার অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। কেননা এর দ্বারা অলসতা ও বিষণ্নতা দূর হয়। কেননা এগুলো ইসলামে মারাত্মক অপছন্দনীয়। রাসূল স.এর থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন।

হযরত আনাস রা. হযরত আয়েশা রা, এবং হযরত যায়েদ বিন আরকাম রা. থেকে বোখারী ও মুসলিমে কয়েকটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূল স. নিম্নোক্ত দুয়া করতেন,

أَللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوْذُبِكَ مِنَ العجْزِ وَ الكَسَلِ وَ الجبن و البخل و الهرَمِ

“হে আল্লাহ, আমি আপনার নিকট অক্ষমতা, অলসতা, ভীরুতা, কৃপণতা ও বার্ধক্য থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি”[৫২]

পাঁয়ে হাঁটার মাধ্যম অলসতা ও বিষণ্নতা দূর হওয়ার পাশাপাশি মানুষ শারিরিকভাবে সুস্থ ও সবল হয়ে ওঠে এবং জিহাদ, ইবাদত ও মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগের জন্য নিজেকে প্রস্তুত করে। এছাড়াও এর মাধ্যমে কৃত্তিম গাম্ভীর্যতা পরিত্যাগ করে মুসলমানের স্বভাবে সরলতা, প্রফুল্লতা বিকশিত হয় এবং অন্তর প্রশস্ততা লাভ করে। একারণে সাহায়ে কেরাম রা. নিয়মিত এর উপর আমল করতেন।

১. প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. কে জিজ্ঞাসা করা হলো, আল্লাহর রাসূল স. এর সাহাবগণ কি হাঁসতেন? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। কিন্তু তাঁদের অন্তরে ঈমান ছিল পাহাড়ের চেয়েও সুবিশাল। বিলাল বিন সা’য়াদ রহ. বলেন, আমি রাসূল স. এর সাহাবগণকে দেখেছি, লক্ষ্যবস্তুর

---

[৫২] বোখারী মুসলিম। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য, পৃ.২১৬। বাবুল ইস্তেয়াযা।

মাঝখানে দৌঁড়াতেন এবং একে অপরের সাথে হাঁসি-রহস্য করতেন। কিন্তু যখন রাত হতো, তখন তারা ইবাদতে মগ্ন থাকতেন।[৫৩]

২. হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমরা এক সফরে পথ চলছিলাম। আমাদের সাথে এক আনসারী যুবক ছিলো, যে দৌড়ানোর ক্ষেত্রে কখনও কারও পিছে পড়ত না। সে পথিমধ্যে বলল, কে আছো, মদীনা পর্যন্ত আমার সঙ্গে দৌড় প্রতিযোগিতা করবে? আমি তাকে বললাম, তুমি কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে সম্মান করো না এবং কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে ভয় করো না। সে উল্টো বলল, হ্যাঁ। আমি রাসূল স. ব্যতীত কারও পরোয়া করি না। হযরত সালামা ইবনুল আকওয়া রা. বলেন, আমি রাসূল স. কে বললাম, হে আল্লাহর রাসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি আমাকে অনুমতি প্রদান করুন, আমি তার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করি। রাসূল স. বললেন, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও। সুতরাং আমি তার সাথে মদীনা পর্যন্ত প্রতিযোগিতা করলাম এবং বিজয়ী হলাম।[৫৪]

৩. হযরত আব্দুল্লাহ বিন উমর রা. বলেন, একদা হযরত উমর রা. এবং হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. এর মাঝে দৌড় প্রতিযোগিতা হলো। হযরত যুবায়ের ইবনুল আওয়াম রা. বিজয়ী হলেন এবং বললেন, কা'বার রবের শপথ, আমি বিজয়ী হয়েছি। কিছুদিন পর, দ্বিতীয়বার প্রতিযোগিতা হলো। এবার হযরত উমর রা. বিজয়ী হলেন, এবং একই বাক্য বললেন, অর্থাৎ কা'বার রবের শপথ, আমি বিজয়ী হয়েছি।[৫৫]

---

[৫৩] মেশকাতুল মাসাবীহ, বাবুয যিহক, পৃ.৪০৭।
[৫৪] সহীহ মুসলিম ও মুসনাদে আহমাদ। দেখুন, আহকামুল কুরআন, পৃ.১৯, খ.৩।
[৫৫] কানযুল উম্মাল, খ.১৫, পৃ.২২৪।

স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক মনোরঞ্জনঃ

উপরে বর্ণিত হাদীসগুলোতে এ বিষয়টিও উল্লেখ করা হয়েছে যে, স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের সাথে খেলা-ধুলা শুধু বৈধই নয়, বরং একটি সওয়াবের কাজ। অর্থাৎ এর দ্বারা স্বামী-স্ত্রী উভয়ের সওয়াব হয়।

দাম্পত্য জীবনের বিভিন্ন অবস্থা ও সম্পর্কের ব্যাপারে শরীয়ত আমাদেরকে খুবই স্পষ্ট, বিশদ ও পূর্ণাঙ্গ নির্দেশনা প্রদান করেছে। এ বিষয়ে পৃথক একটি গ্রন্থ রচনা করা সম্ভব। এবং ইতোপূর্বে এ বিষয়ে যথেষ্ট বিস্তারিত নির্দেশনা লিপিবদ্ধ হয়েছে। আমরা এখানে দাম্পত্য জীবনের সমস্ত দিক আলোচনার পরিবর্তে সংক্ষিপ্তভাবে সেসমস্ত বর্ণনাগুলো উল্লেখ করবো, যার দ্বারা দাম্পত্য জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উপর আলোকপাত হবে। তা হলো, স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক হাঁসি-তামাশা, খেলা-ধুলা এবং পারস্পরিক মনোরঞ্জন।

যে বর্ণনাগুলো এখানে উল্লেখ করা হচ্ছে, এর দ্বারা স্পষ্ট হয়ে ওঠবে যে, ইসলামের দৃষ্টিতে স্বামী-স্ত্রীর এই শারিরিক সম্পর্ক কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এই হালাল সম্পর্কের স্বাদ ও প্রশান্তি পুরুষ ও মহিলা উভয়কে অবৈধ কাজ ও কুদৃষ্টি থেকে বাঁচিয়ে রাখে। এবং তাকে দুনিয়া ও আখেরাতের সুমহান উদ্দেশ্য অর্জনে উদ্যমী করে তোলে।

মুসলমান স্বামী-স্ত্রী যখন অবৈধ কাজ ও কুদৃষ্টি থেকে বিরত থাকা, প্রশান্তি অর্জন, মনোরঞ্জন, একে অপরের হক্ব আদায়, একে অপরকে সন্তুষ্টকরণ অথবা নেক সন্তান পাওয়ার আশায় পরস্পর প্রাকৃতিক খেলায় মত্ত হয়, তখন তাদের এ কাজটি সাধারণ পশুবৃত্তির পরিবর্তে সদকা ও ঈবাদতের রূপ লাভ করে। এবং এর দ্বারা উভয়ে সওয়াবের অধিকারী হয়।

১. পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"আর এক নিদর্শন এই যে, তিনি তোমাদের জন্যে তোমাদের মধ্য থেকে তোমাদের সংগিনীদের সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্ড়িতে থাক এবং তিনি তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক সম্প্রীতি ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। নিশ্চয় এতে চিন্ড়াশীল লোকদের জন্যে নিদর্শনাবলী রয়েছে।"[৫৬]

মুফতী শফী রহ. এ আয়াতের তাফসীরে লিখেছেন,

"অর্থাৎ মহিলাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের নিকট গেলে তোমাদের প্রশান্তি লাভ হয়। মহিলাদের নিকট পুরুষের যত প্রয়োজন রয়েছে, সেগুলো নিয়ে চিন্তা করলে দেখা যায়, এগুলোর সার বিষয় হলো, অন্তরের প্রশান্তি, স্থিরতা ও মানসিক প্রফুল্লতা অর্জন। আল্লাহ তায়ালা স্বামী-স্ত্রীর মাঝে শুধু শরয়ী বিধি-বিধানের সম্পর্ক সৃষ্টি করেননি, বরং তাদের মাঝে হৃদ্যতা ও মহব্বতের সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন।"[৫৭]

হাকীমুল উম্মত মুজাদ্দিদে মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. 'নুসরাতুন নিসা' নামক একটি দীর্ঘ উপদেশবাণীতে উক্ত আয়াত উল্লেখ করে বলেছেন,

"সার কথা হলো, মহিলাদেরকে এজন্য সৃষ্টি করা হয়েছে যে, তাদের মাধ্যমে তোমাদের অন্তর স্থির ও প্রশান্ত হবে এবং মন প্রফুল্ল হবে। সুতরাং স্ত্রী মনোরঞ্জণের জন্য, রুটি বানানোর জন্য নয়। আয়াতের পরবর্তী অংশে বলা হয়েছে, তোমাদের মাঝে মহব্বত ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। আমি বলে থাকি,

---

[৫৬] সূরা রুম, আয়াত নং ২১।
[৫৭] তাফসীরে মায়ারিফুল কুরআন, খ.৬, পৃ.৭৩৬।

মহব্বতের সময় হলো যৌবনকাল। এসময়ে উভয়ের মাঝে আবেগ থাকে। এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সময় হলো বৃদ্ধকাল।[৫৮]

১. জামে তিরমিযী, সুনানে ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ, সহীহ ইবনে খোযাইমার উদ্ধৃতিতে পূর্বে ঐ বিখ্যাত হাদীসটি উল্লেখ করা হয়েছে, যেখানে রাসূল স. বলেছেন,
মানুষের প্রত্যেক খেলা-ধুলা অর্থহীন তবে তিনটি ব্যতীত। ১. তিরান্দাযি। ২. ঘোড় সওয়ারী। ৩. স্বামী-স্ত্রীর পারস্পরিক খেলা-ধুলা। এই তিন প্রকারের খেলা হলো হক্ব বা উপকারী।"
২. হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ রা. যখন এক বিধবাকে বিবাহ করলেন, তখন রাসূল স. তাঁকে বললেন, তুমি কুমারী মেয়েকে কেন বিবাহ করলে না, তুমি তার সাথে এবং সে তোমার সাথে খেলা-ধুলা করতে এবং তোমরা পরস্পর হাঁসি-তামাশা করতে?[৫৯]
৩. হযরত আবু সাইদ খুদরী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, স্বামী যখন স্ত্রীকে এবং স্ত্রী যখন স্বামীকে মহব্বতের দৃষ্টিতে দেখে, তখন আল্লাহ তায়ালা তাদের প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন। আর স্বামী যখন মহব্বতের সাথে স্ত্রীর হাত ধরে, তখন উভয়ের হাতের আঙ্গুল থেকে গোনাহ ঝরে পড়ে।[৬০]
৪. কানযুল উম্মালে রাসূল স. এর হাদীস বর্ণিত আছে, "পুরুষ তার স্ত্রীর সাথে খেলা-ধূলা করুক, আল্লাহ তায়ালা এটি পছন্দ করেন। এবং এ কারণে আল্লাহ তায়ালা উভয়কে সওয়াব দান করে থাকেন। এবং তাদেরকে হালাল রিযিক প্রদান করেন।"[৬১]

---

[৫৮] হুকুকুয যাইজাইন (মাজমুয়া মাওয়ায়েয)। পৃ.৫৫১।
[৫৯] এ হাদীসটি বিভিন্ন শব্দে ও সূত্রে বোখারী, মুসলিমসহ আবু দাউদ, তিরমিযি, ইবনে মাজা, নাসায়ী, দারমী, মুসনাদে আহমাদ ইত্যাদি হাদীসের কিতাবে এসেছে। সবগুলো বর্ণনা একত্রে দেখতে দেখুন, তাকমিলাতু ফাতহলি মুলহিম, পৃ.১১৬, খ.১।
[৬০] كنز العمال ص 276 ج16 ذكره السيوطي في الجامع الصغير و رمز إلي كون الحديث صحيحا قال المناوي في شرح: رواه ميسرة بن علي في شيخته المشهورة و الرافعي إمام الدين عبد الكريم القزويني في تاريخه أي تاريخ قزوين ج 2 ص 323 فيض القدير شرح الجامع الصغير
[৬১] ذكره رمزا عن الكامل لإبن عدي و إبن لال و لم أعلم التحقيق للسند

৫. হযরত সা'য়াদ বিন আবি ওয়াক্কাস রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, "মু'মিনের আচরণ আশ্চর্যজনক। যখন সে কোন কল্যাণের অধিকারী হয়, তখন আল্লাহর প্রসংসা করে এবং শুকরিয়া আদায় করে। আবার যখন কোন বিপদের মুখোমুখি হয়, তখনও সে আল্লাহর প্রশংসা করে এবং ধৈর্য্য ধারণ করে। সুতরাং মু'মিনের প্রত্যেক কাজে সে সওয়াব পেয়ে থাকে। এমনকি ঐ খাবারের লোকমার মাধ্যমে সওয়াব পায়, যা স্বামী নিজ স্ত্রীর মুখে তুলে দেয়।"[৬২]

৬. হযরত আবু যর গিফারী রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, প্রত্যেক সুবহানাল্লাহ বলার দ্বারা সওয়াব অর্জিত হয়। আল-হামদুলিল্লাহ, আল্লাহু আকবার, লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ ইত্যাদি বলা, সৎকাজের আদেশ দেয়া, অসৎকাজে বাঁধা দেয়া ইত্যাদি কাজের প্রত্যেকটিতে সদকার সওয়াব লাভ হয়। এমনকি নীজ স্ত্রীর সাথে সহবাসের দ্বারা সদকার সওয়াব হাসিল হয়। কিছু সাহাবী আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল স. আমাদের কেউ যদি কাম-তৃষ্ণা মেটানোর জন্য স্ত্রীর সাথে সহবাস করে, তবুও কি সে সওয়াব পাবে? রাসূল স. বললেন, তোমরা কি মনে করো যে, কেউ যদি অবৈধ স্থানে নিজ কাম-তৃষ্ণা পূরণ করে তবে তার গোনাহ হবে না? একইভাবে কেউ যদি হালাল পদ্ধতিতে কাম-তৃষ্ণা পূরণ করে, তবে সে সওয়াবের অধিকারী হবে।[৬৩]

৭. হযরত আয়েশা রা. বলেন, "আল্লাহর শপথ, কিছু হাবশী ছেলে মসজিদের চত্তরে বর্ষা নিয়ে খেলছিল তখন রাসূল স. আমার হুজরার দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। রাসূল স. নিজ চাদর দিয়ে আমাকে আড়াল করছিলেন। আমি রাসূল স. এর কান ও কাঁধের মাঝ দিয়ে খেলা দেখছিলাম। রাসূল স. আমার জন্য সেখানে দাঁড়িয়ে রইলেন, এমনকি আমি নিজেই সেখান থেকে ফিরে এলাম।"[৬৪]

---

[৬২] আস-সুনানুল কুবরা লিল-বাইহাকী। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য, পৃ.১৫১।
[৬৩] মুসলিম শরীফ। মেশকাতুল মাসাবীহ, পৃ. ১৬৮।
[৬৪] বোখারী ও মুসলিম। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য, পৃ.২৮০। মুসনাদে আহমাদ, খ.৬, পৃ.৮৪।

একটু চিন্তা করুন, খেলা-ধুলার প্রতি আগ্রহী কম বয়সী একটি মেয়ে কতক্ষণ পর্যন্ত খেলা দেখছিলেন এবং রাসূল স. তাঁর জন্য কতক্ষণ অপেক্ষা করেছিলেন।

৮. হযরত আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি এক সফরে রাসূল স. এর সঙ্গে ছিলাম। আমি রাসূল স. এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা দিলাম এবং আমি বিজয়ী হলাম। কিছুদিন পরে অন্য একটি সফরে আমি রাসূল স. এর সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা করলাম। তখন আমার শরীর ভারী হয়ে গিয়েছিলো, ফলে রাসূল স. বিজয়ী হলেন। তখন তিনি বললেন, এটি পূর্বের বদলা।”[৬৫]

৯. একদা রাসূল স. হযরত আয়েশা রা. কে আরবের এগারজন স্ত্রী ও তাদের স্বামীদের গল্প শুনিয়েছিলেন। বিস্তারিত ঘটনা হাদীসের কিতাব সমূহে উল্লেখ করা হয়েছে। এটি হাদীসে উম্মে যারা নামে প্রসিদ্ধ।[৬৬]

১০. ইবরাহীম তাইমি রহ. বলেন, হযরত উমরে ফারুক রা. বলতেন, নিজের পরিবারের মাঝে পুরুষকে শিশুর মতো থাকা উচিৎ। তবে কাজের সময় সে পূর্ণ পৌরুষত্ব প্রকাশ করবে।[৬৭]

উপরে যে হাদীসগুলো উল্লেখ করা হয়েছে, এর দ্বারা স্পষ্ট হয়েছে যে, দাম্পত্য জীবনে স্বামী-স্ত্রীর মহব্বত এবং তাদের মাঝে সুস্থ সম্পর্ক ইসলামের দৃষ্টিতে কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই হাদীসগুলো এক দিকে ঐ সমস্ত লোকের জন্য সতর্কবাণী বহন করে যারা নিজেদের স্ত্রীকে ছেড়ে পার্ক, বাজার এবং রাস্তায় পরনারীর দিকে কুদৃষ্টি করে এবং অবৈধ সম্পর্ক স্থাপন করে জাহান্নামের আগুনে নিপতিত হয়, অপরদিকে এ সমস্ত হাদীসে দ্বীনদার ও সৎ পরিবারের স্বামী-স্ত্রীদের জন্য অনেক বড় উপদেশ রয়েছে যে, তারা শরীয়তের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও লজ্জাশীলতার বশবর্তী হয়ে প্রকৃত মনোরঞ্জন থেকে বিরত থাকে এবং নিজের দাম্পত্য জীবনকে ধ্বংস করে ফেলে।

---

[৬৫] আবু দাউদ শরীফ। মেশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.২৮১। মুসনাদে আহমাদ, খ.৬, পৃ.২৯ ও ২৬৪।
[৬৬] বোখারী, মুসলিম, মুসনাদে আহমাদ। জামউল ফাওয়ায়েদ, পৃ.৩৯৫, খ.১।
[৬৭] কানযুল উম্মাল, খ.১৬, পৃ.৫৭৩।

এ বিষয়টি স্বত:সিদ্ধ যে, স্বামী-স্ত্রীর এ সম্পর্ক যেন আল্লাহর হক্ব এবং অন্যান্য হক্ব নষ্টের কারণ না হয় এবং এটি বৈধ খেলা-ধুলা মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা উচিৎ, এটি জীবনের একক উদ্দেশ্য যেন না হয়। সবচেয়ে বড় ব্যাপার হলো, এই খেলা-ধুলা বা স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক জীবনের মহান উদ্দেশ্য অর্জন, ফরজ ইবাদত সমূহ, নামায, রোযা, হজ্ব, যাকাত, জিহাদ ও দাওয়াতের জন্য যেন কোন অবস্থাতে প্রতিবন্ধক না হয়। কেননা, ইফরাত-তাফরীত থেকে মুক্ত হয়ে সিরাতে মুস্তাকীম উপর সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া মু'মিনের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য।

সতর্কতা:

ইফরাত-তাফরীত থেকে মুক্ত থাকার জন্য আরও দু'টি বিষয় মাথায় রাখা উচিৎ। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মহব্বতের অর্থ এই নয় যে, স্বামী স্ত্রীর আনুগত্য করতে থাকবে। অর্থাৎ স্ত্রী এর সঙ্গে মহব্বতের অর্থ এই নয় যে, স্ত্রী যা বলবে তাই পালন করতে শুরু করবে। বিভিন্ন হাদীসে রাসূল স. এর থেকে স্পষ্ট নিষেধ করেছেন।[৬৮] তবে মহিলাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে, তারা তাদের সাধ্যানুযায়ী স্বামীর বৈধ নির্দেশের আনুগত্য করবে, যদিও সে স্বামীর হুকুমের কারণ উপলব্ধি করতে না পারে।[৬৯]

দ্বিতীয়ত: স্ত্রীর সাথে শারিরিক সম্পর্কের পাশাপাশি স্বামীর উপর আরও অনেক হক্ব রয়েছে। যেমন, কয়েকটি হক্ব যা রাসূল স. হযরত মুয়ায বিন জাবাল রা. কে দশটি উপদেশ দেয়ার সময় উল্লেখ করেছেন। রাসূল স. বলেছেন,

---

[৬৮] لن يفلح قوم ولوا أمرهم إمرأة، بخاري ، مشكوة ص 321، و أموركم إلي نسائكم فبطن الأرض خير لكم من ظهرها ، ترمذي ، مشكوة-459 هلكت الرجال حين أطاعت النساء ، جامع صغير، قال المناوي و قد روي العسكري عن عمر رضي الله عنه خالفوا النساء فإن في خلافهن البركة و روي العسكري عن معاوية عودا النساء ، لا فإنها ضعيفة و إن أطعتها أهلكتك ، فيض القدير ج 6 ص 356

[৬৯] ولو أمرها ان تنقل من جبل أصفر إلي جبل أسود و من جبل أسود إلي جبل أبيض كان ينبغي لها أن تفعل ، مسند أحمد — مشكوة ص 283

৮) তোমার সাধ্যানুযায়ী তোমার পরিবারের জন্য ব্যায় করো। ৯) তাদের উপর থেকে শিষ্টাচার শিক্ষাদানের লাঠি উঠিয়ে নেবে না। ১০) এবং তাদের মাঝে আল্লাহর ভয় সৃষ্টি করতে থাকবে।[৭০]

মনোরঞ্জণের জন্য অবসর সময়ে ভাল কবিতা পাঠ ও শ্রবণ:

১. হযরত আমর বিন শারীদ তাঁর পিতা হযরত শারীদ রা. থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, আমি একদিন রাসূল স. এর সঙ্গে একটি বাহনে চলছিলাম। রাসূল স. আমাকে বললেন, তোমার কি উমাইয়্যা বিন আবিস সালত এর কোন কবিতা মুখস্থ আছে? আমি বললাম, হ্যাঁ। রাসূল স. বললেন, আমাকে শোনাও। আমি একটি পংক্তি শোনালাম। রাসূল স. বললেন, আরও শোনাও। আমি আরেকটি পংক্তি শোনালাম। রাসূল স. বললেন, আর কিছু শোনাও। এভাবে আমি রাসূল স.কে এক শ’ পংক্তি শুনিয়েছিলাম।[৭১]

২. হযরত বারা বিন আযেব রা. থেকে বর্ণিত আছে, খন্দক খননের সময় রাসূল স. পরিখার মাটি অপসারণ করছিলেন। রাসূল স. এর পেট মোবারক ধুলোয় ধুসরিত হয়ে গিয়েছিল। রাসূল স. মাটি অপসারণ করছিলেন আর বলছিলেন,

وَاللَّهِ لَوْلَا اللَّهُ مَا اهْتَدَيْنَا   وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا صَلَّيْنَا

فَأَنْزِلَنْ سَكِينَةً عَلَيْنَا   وَثَبِّتْ الْأَقْدَامَ إِنْ لَاقَيْنَا

إِنَّ الْأُلَى قَدْ بَغَوْا عَلَيْنَا   إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَبَيْنَا

আল্লাহর শপথ, আল্লাহ তায়ালা আমাদেরকে হেদায়াত না দিলে আমরা হেদায়াত পেতাম না। আমরা সদকা ও নামায আদায় করতে পারতাম না। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের উপর সাকিনা অবতীর্ণ করুন। কাফেরদের

---

[৭০] مسند الإمام أحمد، مشكوة-ص 18

[৭১] মুসলিম শরীফ। মেশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.৪০৯।

মোকাবিলায় আমাদেরকে অটল-অবিচল রাখুন। এই কাফের সম্প্রদায় আমাদের উপর চড়াও হয়েছে। তারা যদি আমাদেরকে ধর্মচ্যুত করতে চায়, তবে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করবো।

রাসূল স. কবিতার শেষ অংশ أَبَيْنَا (আমরা প্রত্যাখ্যান করে দিবো।) পর্যন্ত পৌঁছলে উচ্চ আওয়াজে أَبَيْنَا, أَبَيْنَا বলতেন।[৭২]

৩. হযরত খাওয়াত বিন জুবায়ের রা. বলেন, আমরা হযরত উমর রা. এর সঙ্গে এক কাফেলায় হজ্বের সফরে বের হয়েছিলাম। এই কাফেলায় হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ এবং হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ রা. ছিলেন। রাস্তায় লোকেরা আমাকে বলল, হে খাওয়াত, সুর করে কিছু কবিতা পাঠ করো। আমি কবিতা পাঠ করে শোনালাম। কিছু লোক বললো, যারার কবির কবিতা শোনাও। হযরত উমর রা. বললেন, খাওয়াতকে তার হৃদয়ের বাণী অর্থাৎ নিজের কবিতা শোনাতে দাও। সুতরাং আমি সারারাত কবিতা শোনাতে থাকলাম। এমনকি সকাল হওয়ার উপক্রম হলো। হযরত উমর ফারুক রা. বললেন, হে খাওয়াত, এখন একটু থামো। সকাল হয়ে এলো।[৭৩]

৪. হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান অর্জনে দীর্ঘক্ষণ নিমগ্ন থাকতেন। অত:পর, প্রফুল্লতা অর্জনের জন্য সঙ্গীদেরকে বলতেন, এসো, মুখের স্বাদ পরিবর্তন করে নেই। সুতরাং তিনি বিভিন্ন ধরণের কাব্য পাঠ করে প্রফুল্লতা অর্জন করতেন।[৭৪]

---

[৭২] বোখারী ও মুসলিম। মেশকাত শরীফ, পৃ.৪০৯।
[৭৩] কানযুল উম্মাল, খ.১৫, পৃ.২২৮। আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহাকী, খ.১০, পৃ.২২৪।
[৭৪] আহকামুল কুরআন, মুফতী শফী রহ. খ.৩, পৃ.১৯৫।

৫. হযরত ইবনে জুরাইজ রহ. বলেন, আমি আতা বিন আবি রবাহ রহ. কে কবিতা আবৃত্তি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, অশালীন কবিতা না হলে তা পাঠে কোন অসুবিধা নেই।[৭৫]

উপর্যুক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত হলো, অবসর সময়ে মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে ভাল কবিতা আবৃত্তি করা শরীয়তের দৃষ্টিতে কোন অপছন্দনীয় কাজ নয়। বরং মানসিক প্রশান্তির জন্য প্রয়োজনীয় ভ্রমণও শরীয়তে অনুমোদিত।

উপর্যুক্ত খেলা-ধুলা ব্যতীত অন্যান্য খেলার শরয়ী বিধানঃ

পূর্বে এমন কিছু খেলা-ধুলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে, হাদীস ও আসারে যার আলোচনা করা হয়েছে। শরয়ী সীমা-রেখার মাঝে থাকলে এগুলোর বৈধতার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। তবে এগুলো ছাড়া অন্যান্য খেলা-ধুলার বিধান কি? এ ব্যাপারে নিম্নোক্ত আলোচনা প্রযোজ্য।

১. যে সমস্ত খেলা-ধুলা সম্পর্কে হাদীস ও আসারে স্পষ্ট নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেগুলো নাজায়েজ। যেমন, জুয়া, দাবা, কবুতর ওড়ানো এবং যে কোন প্রাণিকে পরস্পর লড়াই করানো।

২. যে খেলায় কোন হারাম ও গোনাহ অন্তর্ভূক্ত থাকে, হারাম ও গোনাহের কারণে খেলাটিও হারাম সাব্যস্ত হবে। এর বিভিন্ন অবস্থা হতে পারে। যেমন,
   ১. সতর খোলা রাখা আবশ্যক হওয়া।
   ২. খেলায় জুয়া অন্তর্ভূক্ত থাকা।
   ৩. সেখানে পুরুষ ও মহিলা পর্দাহীন সমাবেশ হওয়া।
   ৪. খেলায় মিউজিক ও গান-বাদ্য থাকা।
   ৫. অথবা খেলাটিতে কাফেরদের নিজস্ব কোন বৈশিষ্ট্যের অনুকরণ করা।

৩. যে সমস্ত খেলা-ধুলা মানুষকে ফরজ ও ওয়াজিব হক্ব থেকে উদাসীন করে দেয়, তা নাজায়েয হবে। কেননা, যে জিনিস মানুষকে ফরজ ও ওয়াজিব

---

[৭৫] আস-সুনানুল কুবরা লিল বাইহকী, খ.১০, পৃ.২২৫।

থেকে উদাসীন করে দেয়, সেটি লাহু এর অন্তর্ভূক্ত হওয়ার কারণে নাজায়েজ হবে।

৪. যে খেলার কোন উদ্দেশ্য নেই, শুধু সময় কাটানোর জন্য খেলা হয়, সেটাও নাজায়েজ। কেননা, এর দ্বারা সে জীবনের মহা মূল্যবান সময়কে একটা অর্থহীন কাজে নষ্ট করছে।

পবিত্র কুরআনে পরিপূর্ণ মু'মিনের সংজ্ঞা বর্ণনা করতে গিয়ে আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ

যারা অনর্থক কথা-বার্তায় নির্লিপ্ত[৭৬]

যেই খেলা উক্ত বিষয়গুলো থেকে মুক্ত হবে, সেগুলো খেলাতে কোন অসুবিধা নেই। যা মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের নিম্নোক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

মুহাদ্দিস ও ফকীহগণের কয়েকটি বক্তব্য:

ইসলামে পছন্দনীয় খেলা, এই শিরোনামের অধীনে যে হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে, উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় মোল্লা আলী কারী রহ. লিখেছেন,

"হাদীসে উল্লেখিত খেলার মাঝে প্রত্যেক ঐ খেলা অন্তর্ভূক্ত, যা ইলম ও আমলের জন্য সহায়ক হয় এবং মৌলিকভাবে সেটি বৈধ হয়। যেমন, দৌড় প্রতিযোগিতা, ঘোড় সওয়ারী, উটের প্রতিযোগিতা অথবা শরীর ও মস্তিষ্কের শক্তি বৃদ্ধির জন্য হাঁটা ইত্যাদি।"[৭৭]

আল্লামা ইবনে আরাবী মালেকী রহ. তিরমিযি শরীফের ব্যাখ্যা গ্রন্থে লিখেছেন,

"উক্ত হাদীসটি বিশুদ্ধ হওয়ার পাশাপাশি এ বিষয়টি প্রমাণ করে যে, প্রত্যেক খেলা যার উপকারীতা সুনিশ্চিত অথবা শত্রুর মোকাবেলায় ট্রেনিং এর কাজ

---

[৭৬] সূরা আল-মু'মিনুন। আয়াত নং ৩।
[৭৭] মিরকাতুল মাফাতিহ, খ.৭, পৃ.৩১৮।

করে, সেটা হাদীসে উল্লেখিত খেলার অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন, তিরান্দাযি, ঢালের ব্যাবহার অথবা দৌড় প্রতিযোগিতা, যেমন রাসূল স. হযরত আয়েশা রা. এর সঙ্গে প্রতিযোগিতা করেছিলেন।”[৭৮]

হযরত মাওলানা খলীল আহমাদ সাহারানপুরী রহ. আবু দাউদ শরীফের ব্যাখ্যাগ্রন্থে লিখেছেন,

“রাসূল স. এর সময়ে শুধু তীর নিক্ষেপ ছিল। বর্তমান সময়ে তিরান্দাযির হুকুমে বর্তমান সময়ের নিত্য-নতুন যুদ্ধাস্ত্র অন্তর্ভূক্ত হবে। যেমন, বন্দুক, তোপ নিক্ষেপ ইত্যাদি। ইমাম নববী রহ. বলেছেন, উক্ত হাদীসে নিশানা ঠিক করা, তিরান্দাযি এবং জিহাদের উদ্দেশ্যে এগুলো শিখার প্রতি মনোনিবেশের ফজীলত বর্ণনা করা হয়েছে। একই হুকুমের অন্তর্ভূক্ত হবে বর্শা নিক্ষেপ, সব ধরণের যুদ্ধাস্ত্রের ব্যবহার এবং ঘোড় সওয়ারী ইত্যাদি, যার বর্ণনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এ সমস্ত খেলার অনুমতি এজন্য দেয়া হয়েছে যে, এর দ্বারা জিহাদের প্রশিক্ষণ হয় এবং যুদ্ধাস্ত্র পরিচালনার যোগ্যতা অর্জিত হয়। সাথে সাথে অঙ্গ-প্রতঙ্গ সবল হয়”।[৭৯]

আল্লামা খাত্তাবী রহ. মায়ালিমুস সুনানে লিখেছেন,

“এ হাদীস দ্বারা বোঝা যায় যে, খেলার অন্যান্য প্রকার নিষিদ্ধ। রাসূল স. শুধু উল্লেখিত খেলার অনুমতি দিয়েছেন। কেননা, উপর্যুক্ত প্রত্যেকটি খেলা হয়তো ভাল কাজের সহায়ক অথবা ভাল কাজের মাধ্যম। তবে উক্ত খেলার হুকুমে ঐ সমস্ত খেলাও অন্তর্ভূক্ত যেগুলোর দ্বারা মানুষের শারীরিক ব্যায়াম হয়। যেন এর মাধ্যমে তার শরীর পোক্ত ও সবল হয় এবং শত্রুকে মোকাবেলা করার যোগ্যতা অর্জিত হয়। যেমন, অস্ত্র নিয়ে খেলা অথবা দৌড় প্রতিযোগিতা।

যে সমস্ত খেলা-ধুলা উদ্দেশ্যহীন লোকেরা খেলে থাকে, যেমন, জুয়া, দাবা, কবুতর বাজী এবং এ জাতীয় অন্যান্য উদ্দেশ্যহীন খেলা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

---

[৭৮] আরিজাতুল আহওয়াযী, খ.৭, পৃ.১৩২।
[৭৯] বাযলুল মাজহুদ, খ.১১, পৃ.৪২৮।

কেননা, এগুলো যেমন কোন ভাল কাজের সহায়ক হয় না, তেমনি এর দ্বারা কোন শরীয়তের বিধান আদায়ের জন্য উদ্যম সৃষ্টি হয় না।[৮০]

হযরত মাওলানা মুফতী শফী রহ. আহকামুল কুরআনের অন্তর্গত "আস্ সা'য়ূল হাসীছ ফি তাফসীরি লাহবিল হাদীস" নামক পুস্তিকায় উল্লেখিত হাদীস এবং ফুকাহায়ে কেরামের বক্তব্যের সারসংক্ষেপ লিখেছেন। তিনি লেখেন,

"পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী কোন আলেমই একথা বলেননি যে, সাধারণভাবে খেলা-ধুলা বৈধ। হাদীসে সাধারণভাবে সমস্ত খেলা-ধুলাকে নিষিদ্ধ করে কয়েকটিকে বৈধ করেছে অথবা কয়েকটি খেলাকে মুবাহ রেখে সমস্ত খেলা নিষিদ্ধ করেছে। শরীয়ত যেসমস্ত খেলাকে নিষিদ্ধ খেলা থেকে ব্যতিক্রম সাব্যস্ত করেছে, সেগুলো নিয়ে আপনি যদি চিন্তা করেন, দেখবেন, এগুলো প্রকৃত পক্ষে লাহু এর অন্তর্ভূক্ত নয়। শুধু আকৃতিগত সাদৃশ্যের কারণে এগুলোকে লাহু বলা হয়েছে। যেমন হাদীসের কিতাবগুলোতে হযরত উকবা বিন আমের রা. থেকে বর্ণিত হাদীস রয়েছে, রাসূল স. বলেছেন, তিনটি খেলা লাহু এর অন্তর্ভূক্ত নয। অর্থাৎ তিরান্দাযি, ঘোড় সওয়ারী, এবং নিজ স্ত্রীর সাথে প্রমোদ। বাস্তবে এগুলো লাহু এর অন্তর্ভূক্ত নয়। কেননা, লাহু এর ক্ষেত্রে উদ্দেশ্যহীন কাজ হওয়া আবশ্যক, যার সঠিক কোন উদ্দেশ্য ও মাকসাদ থাকে না। পক্ষান্তরে হাদীসে উল্লেখিত বৈধ খেলাগুলো এমন উদ্দেশ্যে খেলা হয়, যা খেলা ব্যতীত উদ্দেশ্য অর্জিত হয় না। একারণে ফকীহগণ স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন যে, এই বৈধ খেলাগুলো ততক্ষণ পর্যাপ্ত বৈধ থাকবে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার উদ্দেশ্য সঠিক থাকবে। নতুবা, এগুলোকে যদি শুধু খেলা-ধুলার উদ্দেশ্যে করা হয়, তবে এ বৈধ খেলাও বৈধ থাকবে না। একারণে কেউ যদি কুস্তী, সাঁতার, দৌড়-ঝাঁপ, তিরান্দাযি ইত্যাদি শুধু খেলা-ধুলার জন্য করে, তবে তা মাকরূহ হবে।"[৮১]

মুফতী শফী রহ. একই বিষয়ে তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআনে লিখেছেন,

---

[৮০] তাহযীবুল ইমাম ইবনিল কাইয়্যিম, খ.৩, পৃ.৩২১।
[৮১] আহকামুল কুরআন, আরবী। খ.৩, পৃ.১৯২।

“পূর্বে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে যে, যে খেলায় বৈষয়িক কিংবা পরকালীন কোন উপকারীতা নেই, সেগুলো নিন্দনীয় ও নিষিদ্ধ। যে খেলা শরীর চর্চা, সুস্থতা এবং প্রফুল্লতা অর্জনের জন্য অথবা অন্য কোন বৈষয়িক উদ্দেশ্যে কিংবা অন্ত:ত শরীর ও মনের ক্লান্তি দূর করার জন্য খেলা হয়, এগুলো মুবাহ হবে এবং দ্বীনি প্রয়োজনে করলে তা সওয়াবের কারণ হবে। তবে শর্ত হলো, এগুলোর মাঝে বাড়াবাড়ি করে একে নিজের মূল কাজ বানাবে না এবং এর দ্বারা অন্যান্য প্রয়োজনীয় কাজে কোন বাঁধা সৃষ্টি হবে না।”

মুফতী শফী রহ. বৈধ খেলার কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করে পরবর্তীতে লিখেছেন,

এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছে, روحوا القلوب ساعة فساعة অর্থাৎ সময়ে সময়ে অন্তরকে আনন্দ দিতে থাকো। এর দ্বারা মনের আনন্দের জন্য কিছু সময় নির্ধারণের বৈধতা প্রমাণিত হয়। তবে শর্ত হলো, খেলার দ্বারা ভাল উদ্দেশ্য থাকতে হবে। শুধু খেলার উদ্দেশ্যে এগুলো করবে না। এবং প্রয়োজন অনুযায়ী খেলবে। এর মাঝে বাড়াবাড়ি করবে না। এগুলো বৈধ হওয়ার মূল কারণ হলো, এগুলো যতক্ষণ শরীয়তের সীমার মাঝে থাকবে, ততক্ষণ এটি লাহু এর অন্তর্ভূক্ত হবে না। কিছু খেলা-ধুলা এমন রয়েছে, যা থেকে রাসূল স. সরাসরি নিষেধ করেছেন। যেমন, তাস, পাশা, দাবা ইত্যাদি। এতে যদি জয়-পরাজয় ও টাকা-পয়সার লেনদেন থাকে, তবে তা জুয়া হিসেবে গণ্য হবে এবং অকাট্যভাবে তা হারাম হবে। যদি এগুলো না থাকে, শুধু ফূর্তির উদ্দেশ্যে খেলা হয়, তবুও তা থেকে হাদীসে নিষেধ করা হয়েছে।

সহীহ মুসলিম শরীফে হযরত বুরাইদা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি পাশা খেলে, তার হাত যেন শুকরের রক্তে রঞ্জিত। একইভাবে এক বর্ণনায়, দাবা খেলার ব্যাপারে অভিশাপ এসেছে। একইভাবে কবুতর প্রতিযোগিতাকে রাসূল স. নাজায়েয বলেছেন। এগুলো থেকে নিষেধাজ্ঞার

বাহ্যিক কারণ হলো, এগুলো মানুষকে প্রয়োজনীয় কাজ এমনকি নামায ও অন্যান্য ঈবাদত থেকে গাফেল করে দেয়।[৮২]

খেলা-ধুলার ব্যাপারে একটি মৌলিক ফতোয়া:

পাকিস্তানের মুফতী আ'জম মুফতী শফী রহ. তাঁর এক ফতোয়ায় পবিত্র কুরআনের আয়াত, রাসূল স. এর পবিত্র হাদীস এবং ফুকাহায়ে কেরামের গুরুত্বপূর্ণ মতামত উল্লেখ করে খেলা-ধুলার ব্যাপারে একটি মৌলিক ফতোয়া সঙ্কলন করেন। ফতোয়াটি এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। হযরতের এই ফতোয়ায় সর্বপ্রথম ফতোয়ায় শামীর কিছু বক্তব্য উল্লেখ করা হয়েছে, অত:পর মূল ফতোয়া সঙ্কলন করা হয়েছে। ফতোয়ায় শামীর আরবী পাঠ নিম্নরূপ:

كُرِهَ (كُلُّ لَهْوٍ) لِقَوْلِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ " { كُلُّ لَهْوِ الْمُسْلِمِ حَرَامٌ إلَّا ثَلَاثَةً مُلَاعَبَتَهُ أَهْلَهُ وَتَأْدِيبَهُ لِفَرَسِهِ وَمُنَاضَلَتَهُ بِقَوْسِهِ } (قَوْلُهُ وَكُرِهَ كُلُّ لَهْوٍ) أَيْ كُلُّ لَعِبٍ وَعَبَثٍ فَالثَّلَاثَةُ بِمَعْنًى وَاحِدٍ كَمَا فِي شَرْحِ التَّأْوِيلَاتِ وَالْإِطْلَاقُ شَامِلٌ لِنَفْسِ الْفِعْلِ ، وَاسْتِمَاعُهُ كَالرَّقْصِ وَالسُّخْرِيَةِ وَالتَّصْفِيقِ وَضَرْبِ الْأَوْتَارِ مِنْ الطُّنْبُورِ وَالْبَرْبَطِ وَالرَّبَابِ وَالْقَانُونِ وَالْمِزْمَارِ وَالصَّنْجِ وَالْبُوقِ ، فَإِنَّهَا كُلَّهَا مَكْرُوهَةٌ لِأَنَّهَا زِيُّ الْكُفَّارِ

وَفِي الْقُهُسْتَانِيِّ عَنْ الْمُلْتَقِطِ مَنْ لَعِبَ بِالصَّوْلَجَانِ يُرِيدُ الْفُرُوسِيَّةَ يَجُوزُ وَعَنْ الْجَوَاهِرِ قَدْ جَاءَ الْأَثَرُ فِي رُخْصَةِ الْمُصَارَعَةِ لِتَحْصِيلِ الْقُدْرَةِ عَلَى الْمُقَاتَلَةِ دُونَ التَّلَهِّي فَإِنَّهُ مَكْرُوهٌ

وَالْمُصَارَعَةُ لَيْسَتْ بِبِدْعَةٍ إلَّا لِلتَّلَهِّي فَتُكْرَهُ

قَدَّمْنَا عَنْ الْقُهُسْتَانِيِّ جَوَازَ اللَّعِبِ بِالصَّوْلَجَانِ وَهُوَ الْكُرَةُ لِلْفُرُوسِيَّةِ وَفِي جَوَازِ الْمُسَابَقَةِ بِالطَّيْرِ عِنْدَنَا نَظَرٌ وَكَذَا فِي جَوَازِ مَعْرِفَةِ مَا فِي الْيَدِ وَاللَّعِبِ بِالْخَاتَمِ فَإِنَّهُ لَهْوٌ مُجَرَّدٌ وَأَمَّا الْمُسَابَقَةُ بِالْبَقَرِ وَالسُّفُنِ وَالسِّبَاحَةِ فَظَاهِرُ كَلَامِهِمْ الْجَوَازُ وَرَمْيُ الْبُنْدُقِ وَالْحَجَرِ كَالرَّمْيِ بِالسَّهْمِ ، وَأَمَّا إشَالَةُ الْحَجَرِ بِالْيَدِ وَمَا بَعْدَهُ ، فَالظَّاهِرُ أَنَّهُ إنْ قَصَدَ بِهِ التَّمَرُّنَ وَالتَّقَوِّي عَلَى الشَّجَاعَةِ لَا بَأْسَ بِهِ

পূর্বোক্ত হাদীস এবং ফিকহী আলোচনা থেকে খেলা-ধুলা সম্পর্কে নিম্নের মূলনীতিগুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে,

---

[৮২] তাফসীরে মা'য়ারিফুল কুরআন, খ.৭, পৃ.২৩,২৪,২৫।

১. যে খেলা-ধুলা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ অর্জিত হয় না, তা সাধারণভাবে হারাম। এবং হাদীসের নিষেধাজ্ঞা দ্বারা এটা উদ্দেশ্য।

২. যে খেলা-ধুলা দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ উদ্দেশ্য হয়, সেটা বৈধ। তবে শর্ত হলো, এর মাঝে শরীয়ত বিরোধী কোন বিষয় অন্তর্ভূক্ত থাকবে না। শরীয়ত বিরোধী বিষয়ের মাঝে কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণও অন্তর্ভূক্ত।

৩. যে খেলার দ্বারা দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কল্যাণ অর্জিত হয়, কিন্তু তার সঙ্গে যদি কোন নাজায়েজ ও শরীয়ত বিরোধী বিষয় অন্তর্ভূক্ত হয়, তবে তা নাজায়েয হবে। যেমন, তিরান্দাযী ও ঘোড়া দৌড়ের প্রতিযোগিতা। এগুলো সাধারণভাবে বৈধ। তবে এর মাঝে যদি জুয়ার কোন অবস্থা সৃষ্টি হয়, যেমন উভয় পক্ষ থেকে কিছু মালের শর্ত করা হয়, তবে তা নাজায়েজ হবে। কোন খেলা যদি কাফেরদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হয়, তবে তা কাফেরদের সাদৃশ্যতা গ্রহণ করার কারণে নাজায়েয হবে। কেননা, কাফেরদের সাদৃশ্য গ্রহণ শরীয়তে নিষিদ্ধ।

সুতরাং বর্তমান সময়ের খেলা-ধুলা চায় তা ক্রিকেট কিংবা অন্য যে কোন খেলা হোক, এগুলো যদি সত্ত্বাগতভাবে বৈধ হয়, তবে এর দ্বারা মন প্রফুল্ল হয়, শরীর শক্ত-পোক্ত ও সবল হবে। এগুলো দুনিয়াবী গুরুত্বপূর্ণ উপকারীতা এবং পরকালীন কল্যাণ লাভের মাধ্যম হবে। কিন্তু শর্ত হলো, এই খেলাতে শরীয়ত বিরোধ কোন বিষয় থাকবে না এবং কাফেরদের সাথে সাদৃশ্যও থাকবে না। সাথে সাথে, পোষাক-পরিচ্ছদে ফিরিঙ্গিপনা, সতর খোলা থাকা এবং নিজের ও অন্যান্যদেরকে প্রয়োজনীয় কাজ ও ইবাদত যেমন নামায-রোযা থেকে গাফেল করার মতো কোন বিষয় থাকবে না। কেউ যদি এসমস্ত শর্ত পূরণ করে ক্রিকেট, টেনিস বা অন্যান্য খেলা-ধুলা করতে পারে তবে তা বৈধ হবে, নতুবা নয়। বর্তমান সময়ে যেহেতু উক্ত বিষয়গুলো প্রচলিত খেলা-ধুলোয় পাওয়া যায় না, একারণে এগুলো নাজায়েয বলা হয়ে থাকে।[৮৩]

---

[৮৩] ইমদাদুল মুফতিন, পৃ.১০১,১০২।

বর্তমান সময়ের খেলা-ধুলার উপর একটি সামগ্রিক সমীক্ষাঃ

উপরে যে আলোচনা পেশ করা হয়েছে, এর দ্বারা যে কোন ধরণের খেলার বৈধতা সম্পর্কে ফয়সালা করা যায়। বর্তমান সময়ে যেসমস্ত খেলা প্রচলিত আছে, তার মধ্যে সামগ্রিকভাবে নিম্নের অনিষ্টগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে,

১. এ সমস্ত খেলাকে সত্তাগতভাবে মূল উদ্দেশ্য বানানো হয়েছে। খেলা যদি মৌলিক উদ্দেশ্য হয়ে যায়, তবে তা শরীয়ত ও বিবেকের দাবী অনুযায়ী অপছন্দনীয় ও নিন্দাযোগ্য।

২. এসমস্ত খেলা-ধুলায় খেলোওয়াড়দের ভক্তদের আকর্ষণ এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, প্রয়োজনীয় কাজের উপর খেলাকে প্রাধান্য দিয়ে থাকে। যার কারণে অধিকাংশ সময় হুকুকুল ইবাদ বা বান্দার হক্ব নষ্ট হয়।

৩. এ সমস্ত খেলা-ধুলায় ফরজ নামাযের সময়, জুমুয়ার দিন এবং পবিত্র রমযান মাসের রোযার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করা হয় না। অথচ এগুলো প্রত্যেক মুসলমানের জন্য ফরজে আইন।

৪. এই খেলাগুলো এতটা দামী যে, সম্পদশালী ব্যক্তিবর্গ এবং তাদের সন্তানেরা এর দ্বারা প্রকৃত উপকার লাভ করে থাকে। গরীব ছেলেরা এগুলোর ব্যায় বহনে অক্ষম হয়ে আক্ষেপ করতে থাকে। মধ্যবিত্ত শ্রেণী বহু কষ্টে এর ব্যায় বহন করে। মোট কথা, এগুলো অনেক ক্ষেত্রে সম্পদ অপচয়ের কারণ হয়।

৫. এই খেলা-ধুলার কারণে সাধারণ জনগণের অনেক সময় নষ্ট হয়। বরং সময়ের অপচয় এতটা বৃদ্ধি পেয়েছে যে, সমাজের ধারক-বাহকদের জন্য তা মাথা-ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৬. খেলা-ধুলায় অংশগ্রহণকারী খেলোওয়াড়দেরকে যেভাবে জাতীয় হিরো বানান হচ্ছে, এর দ্বারা নতুন প্রজন্মের ছেলেরা এখন মোজাহিদ, উলামায়ে কেরাম, বিজ্ঞানী এবং সমাজ-সেবকদেরকে নিজেদের আইডিয়াল বানানোর পরিবর্তে এসমস্ত খেলোওয়াড়দেরকে নিজেদের আইডিয়াল বানাচ্ছে। এটি

সমাজের চিন্তাশীল ও বুদ্ধিজীবী শ্রেণীর জন্য পেরেশানীর কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

৭. বর্তমানের খেলায় অধিকাংশ সময় সতরের প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না। অর্থাৎ শরীরের ঐ সমস্ত অঙ্গ ঢাকার প্রতি কোন গুরুত্ব দেয়া হয় না, যেগুলো আবৃত রাখা শরীয়তে আবশ্যক। সুতরাং পুরুষের জন্য নাভী থেকে হাঁটু পর্যন্ত এবং মহিলাদের জন্য পূর্ণ শরীর আবৃত রাখা আবশ্যক। অতএব, সতর অনাবৃত হয়, এমন পোষাক পরিধান করে খেলা বৈধ নয়।

৮. বর্তমান অধিকাংশ খেলায় পুরুষ-মহিলার অবাধ মেলা-মেশা হয়। যেহেতু এসমস্ত পুরুষ-মহিলা শুধু বিনোদনের উদ্দেশ্যে এখানে একত্রিত হয়,একারণে তারা গান-বাদ্য, ড্যান্স, মদ্যপান এবং অনৈতিক কাজের আসর বসায়। একারণে কোন ভদ্রলোক এ সমস্ত অনুষ্ঠানে যাওয়াকে নিজের জন্য অপমানজনক মনে করে থাকেন।

৯. এ সমস্ত খেলার ব্যাপারে মানুষের চিন্তাগত বিকৃতি এ পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, এর দ্বারা খেলার মূল উদ্দেশ্যই ব্যহত হয়েছে। এখন খেলার মাঠকে যুদ্ধের ময়দান মনে করা হয়। খেলার জয়-পরাজয়কে জাতীয় জয়-পরাজয় হিসেবে ব্যক্ত করা হয়। নিজের পছন্দনীয় খেলোওয়াড় ও দলের জন্য এমনভাবে দুয়া ও মান্নত করা হয়, যেন বাইতুল মুকাদ্দাসের আযাদী বা কাশ্মীরের যুদ্ধ শুরু হয়েছে। দেশের প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য উচ্চ পদস্থীয় কর্মকর্তারা অভিনন্দন ও অভিবাদন বাণী দিয়ে থাকেন। বর্তমানে এসমস্ত সংবাদ ব্যাপকভাবে প্রচারিত হয়ে থাকে যে, অমুক ম্যাচ ব্লাড প্রেশার ও হার্টের রোগীদের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ। এবং অমুক অমুক ম্যাচে এতজন লোক হার্ট অ্যাটাকের কারণে মৃত্যুবরণ করেছে। এবার একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন, খেলা-ধুলার মৌলিক উদ্দেশ্য যেখানে মনোরঞ্জন ও প্রফুল্লতা অর্জন, সেখানে শরীয়তের সীমা লঙ্ঘনের কারণে তা কোন স্তরে পৌঁছেছে।

১০. এসমস্ত খেলায় অনেক সময় জুয়ার আসর বসান হয়। ম্যাচের উপর টাকা লাগান হয় এবং লক্ষ লক্ষ টাকার হার-জিত হয়। বড় বড় জুয়াড়ীরা ছাড়াও ছোট ছোট মহল্লায় দর্শক-শ্রোতারা নিজেদের মধ্যে শর্ত লাগায় এবং না

বুঝে জুয়ায় লিপ্ত হয়ে পড়ে। অথচ জুয়া একটি কবিরা গোনাহ এবং পবিত্র কুরআনের কয়েকটি আয়াতে কঠোরভাবে এর থেকে নিষেধ করা হয়েছে।

বর্তমান সময়ের কিছু প্রসিদ্ধ খেলাঃ

১. ক্রিকেটঃ

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে প্রসিদ্ধ ও জনপ্রিয় খেলা হলো, ক্রিকেট। এটি একদিকে যেমন ব্যায়-বহুল খেলা অন্যদিকে এতে সময়ের অপচয়ের শেষ নেই। একটি টেস্ট খেলা সাধারণতঃ পাঁচ দিন ব্যাপী হয়ে থাকে। অধিকাংশ সময় হার-জিতের ফলাফল নির্ণয় ব্যতীত শেষ হয়ে যায়।

এই খেলায় মূল খেলোওয়াড় দু'জন। বোলার ও ব্যাটসম্যান। অবশিষ্ট প্লেয়াররা প্যাভিলিওনে বসে থাকে এবং অধিকাংশ সময় তাদের অনেকের খেলার সুযোগ হয় না। কিছু প্লেয়ার মাঠে ফিল্ডিং করে থাকে। সারা দিনের পরিশ্রম শেষে বোলার ও ব্যাটসম্যানরা যখন বিশ্রাম কক্ষে ফিরে আসে, তখন তারা মারাত্মক ক্লান্ত থাকে। অত:পর তার দ্বীন ও দুনিয়ার গুরুত্বপূর্ণ কোন কাজ করার সামর্থ্য রাখে না। এই উদ্দেশ্যহীন ক্লান্তিকে খেলা বলে নামকরণ করছে কে আমার জানা নেই।

এ খেলায় যে পরিমাণ সময় ও অর্থ নষ্ট হয়, এর প্রতি লক্ষ রেখে পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এই খেলার অনুমতি নেই।

বর্তমানে ওয়ান ডে ম্যাচ চালু করা হয়েছে। অধিকাংশ সময় দেখা যায়, এটি শুক্রবারে হয়ে থাকে। জুমুয়ার সারা দিনটি খেলা-ধুলা আর হৈ-চৈ করতে করতে কাটে। জুমুয়ার নামাযের মুহূর্তেও খেলা চলতে থাকে। শুধু খেলোওয়াড়রা নয়, বরং হাজারও হতভাগা জুমুয়ার নামায ছেড়ে খেলা নিয়ে মত্ত থেকে নিজের দুনিয়া ও আখেরাতকে বরবাদ করে।

হকি, ফুটবল, লং টেনিস, ব্যাডমিন্টন ও টেবিল টেনিসঃ

এ খেলাগুলোতে সময় ও সম্পদের অপচয়ের পরিমাণ কম। এসমস্ত খেলায় খুব ভাল শরীর চর্চা হয় এবং সমস্ত খেলোওয়াড়রা একইভাবে পরিশ্রম করে থাকে। এই খেলা এক দেড় ঘন্টায় খুব সহজে শেষ হয়ে যায়। ফলে অল্প সময়ে যথেষ্ট বিনোদনের সুযোগ হয়। আসরের পর থেকে শুরু করে মাগরিবের পূর্বে খুব সহজে এগুলোর খেলা শেষ করা যায়।

এ সমস্ত খেলায় পুরুষরা যদি সতর খোলা না রাখে পূর্বে উল্লেখিত অন্যায় থেকে যদি বেঁচে থাকে, তবে তা শরীরের জন্য উপকারী হওয়ার পাশাপাশি শরীয়তেও এর অনুমতি রয়েছে।

আরও কিছু খেলা নিয়ে পর্যালোচনাঃ

১. পাশাঃ পাশা খেলার ব্যাপারে হাদীসে কঠোর নিষেধাজ্ঞা এসেছে। রাসূল স. বলেছেন, যে পাশা খেলল, সে যেন নিজের হাতকে শুকরের গোশত ও রক্ত দ্বারা নিজের হাত রঞ্জিত করলো।[৮৪] অপর এক বর্ণনায় রয়েছে, যে ব্যক্তি পাশা খেলল, সে আল্লাহ ও তার রাসূলের অবাধ্যতা করলো।[৮৫]

২. দাবাঃ সাহাবায়ে কেরাম রা. স্পষ্টভাবে এটি খেলতে নিষেধ করেছেন। সুতরাং সাহাবাদের এই নিষেধাজ্ঞা প্রমাণ করে যে, তারা রাসূল স. থেকে নিষেধের কথা শ্রবণ এরূপ বলেছেন। হযরত আলী রা. বলেন, দাবা হলো অনারবদের জুয়া।[৮৬] হযরত আবু মুসা আশআরী রা. বলেন, পাপী লোকেরাই দাবা খেলে।[৮৭] হযরত আবু মুসা আশআরী রা. কে জনৈক প্রশ্নকারী দাবা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বলেন, এটা অর্থহীন কাজ, আল্লাহ তায়ালা বাতিল ও অর্থহীন কাজকে অপছন্দ করেন।[৮৮] এসমস্ত আসারের আলোকে ইমাম আবু হানীফা রহ. ও অন্যান্য ইমামগণ এটি খেলতে নিষেধ করেছেন।

---

[৮৪] মুসলিম শরীফ, হাদীস নং ২২৬০।
[৮৫] মুসনাদে আহমাদ ও আবু দাউদ। মেশকাতুল মাসাবীহ দ্রষ্টব্য। পৃ.৩৮৬।
[৮৬] বাইহাকী, মিশকাতুল মাসাবীহ, পৃ.৩৮৭।
[৮৭] প্রাগুক্ত।
[৮৮] প্রাগুক্ত।

৩. কবুতর বাযী: হাদীস শরীফে কবুতর বাযী থেকে নিষেধ করা হয়েছে। হযরত আবু হুরাইরা রা. থেকে বর্ণিত, রাসূল স. এক ব্যক্তিকে কবুতরের পিছে দৌঁড়াতে দেখলেন। রাসূল স. বললেন, এক শয়তান আরেক শয়তানের পিছে দৌঁড়াচ্ছে।[৮৯] হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. ইসলাহুর রুসুমে এর আরও অনেক অনিষ্ট বর্ণনা করেছেন। ১. অন্যের কবুতর ধরে নেয়া সম্পূর্ণ আত্মসাৎ ও জুলুম। ২. এ কাজে মানুষ এত ব্যস্ত থাকে যে, নামাযের খেয়াল থাকে না এবং পরিবার পরিজনের হক্বও সঠিকভাবে আদয়া করে না। ৩. ঘরের ছাদে আরোহন করতে হয়, যার পর্দাহীনতা ও প্রতিবেশীদের কষ্ট দেয়া হয়। ৪. কবুতরকে ঢিল মারতে হয়, যার দ্বারা অন্যকে কষ্ট দেয়া হয়।[৯০] উল্লেখিত অনিষ্টের কারণে দায়িত্বশীল ব্যক্তির এই অধিকার রয়েছে যে, সে এই কবুতরগুলোকে জবাই করে দেবে। হযরত উসমান গণি রা. তাঁর খেলাফতকালে এমন করেছিলেন।

তবে উক্ত অপছন্দনীয় বিষয়গুলো থেকে মুক্ত থেকে বাচ্চাদের মনোতুষ্টির জন্য যদি কবুতর বা অন্য কোন পশু-পাখি লালন-পালন করা হয়, তবে তা বৈধ হবে। তবে শর্ত হলো, পাখির খাঁচাটি প্রশস্ত হতে হবে এবং নিয়মিত খাবার দিতে হবে।

৪. **মোরগ ও ষাঁড় লড়াই:** গ্রাম ও পল্লী অঞ্চলে মোরগ লড়াইয়ের প্রচলন রয়েছে। এর মাধ্যমে তারা আনন্দ-ফূর্তি করে থাকে। কোথাও মোরগ আবার কোথাও ষাঁড় বা অন্য কোন প্রাণির লড়াইয়ের প্রচলন রয়েছে। শরীয়তের দৃষ্টিতে এটা অবৈধ। অনেক সময় এর সাথে জুয়াও অন্তর্ভূক্ত থাকে। এ সমস্ত খেলায় নামাযের প্রতি কোন খেয়াল রাখা হয় না। বিভিন্ন ধরণের গালা-গালি ও গান-বাদ্য থাকে।

এই খেলায় নামাযের প্রতি উদাসীনতা, জুয়া বা অন্য কোন খারাপ কাজ না থাকে, তবুও প্রাণিদের পারস্পরিক লড়াইয়ের কারণে রাসূল স. এর থেকে নিষেধ করেছেন।

---

[৮৯] মুসানদে আহমাদ, ইবনে মাজা, বাইহাকী। মেশকাতুল মাসাবীহ দ্রষ্টব্য। পৃ.৩৮৬।
[৯০] ইসলাহুর রুসুম, পৃ.১৬।

তিরমিযি ও আবু দাউদ শরীফে বর্ণিত আছে,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ –صلى الله عليه وسلم– عَنِ التَّحْرِيشِ بَيْنَ الْبَهَائِمِ

"রাসূল স. প্রাণিদেরকে পরস্পর লড়াই করাতে নিষেধ করেছেন"[৭১]

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. "প্রানিদের অধিকার" নামক রিসালায় উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন, "মোরগ, ষাঁড় বা অন্য যে কোন প্রাণিকে পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত করা জায়েয নেই। সুতরাং সব হারাম হবে এবং অনর্থক প্রাণিদেরকে কষ্ট দেয়া হবে। এর মধ্যে অন্তর্ভূক্ত হবে, গাড়োয়ানরা গরু বা মহিষের গাড়ী নিয়ে যদি প্রতিযোগিতা করে। কেননা, এর দ্বারা প্রাণি হাঁপিয়ে ওঠে। কোন কোন সময় আরোহণকারীও আহত হয়ে যায়। অহঙ্কার বা অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতার জন্য এগুলো করার মাঝে কোন কল্যাণ নেই। তবে ঘোড় সওয়ারী এর থেকে ব্যতিক্রম। এতে যদি জুয়া না থাকে, তবে এতে দুনিয়া ও আখেরাতের কল্যাণ থাকায় এটি বৈধ ও সওয়াবের কাজ।[৭২]

৫. ঘুড়ি প্রতিযোগিতা:

কোন কোন শহরে বছরের নির্দিষ্ট সময়ে এই প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়। নব-বর্ষ বা ইত্যাদি পালনের উদ্দেশ্যে এগুলোর আয়োজন করা হয়ে থাকে। কোথাও কোথাও এগুলোর উপর টাকা লাগান হয়।

হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানবী রহ. কুরআন-সুন্নাহ ও সুস্থ বিবেকের আলোকে এই খেলার যে খারাপ দিকগুলো আলোচনা করেছেন, তাতে সামান্য সংযোজন-বিয়োজন করে নিচে উল্লেখ করা হলো,

১. ঘুড়ির পিছে দৌঁড়ানো। এর হুকুম কবুতরের পিছে দৌঁড়ানোর মতো। রাসূল স. তাকে শয়তান আখ্যায়িত করেছেন।
২. অন্যের ঘুড়ি লুণ্ঠন: বোখারী ও মুসলিমে রাসূল স. এর হাদীস বর্ণিত হয়েছে, কেউ যদি লোক সম্মুখে কোন জিনিস লুণ্ঠন করে, তবে সে মু'মিন থাকবে না। অর্থাৎ লুণ্ঠন করা ঈমানের বিপরীত বিষয়। কেউ

---

[৭১] তিরমিযি, আবু দাউদ। মেশকাত শরীফ দ্রষ্টব্য। পৃ.৩৫৭।
[৭২] ইরশাদুল হাইম ফি হুকুকিল বাহাইম, পৃ.১৯।

যদি বলে যে, ঘুড়ি নেয়ার ক্ষেত্রে মালিকের অনুমতি থাকে। সুতরাং এটি হাদীসের সতর্কবাণীর অন্তর্ভূক্ত হবে না। এর উত্তর হলো, কোন অবস্থাতেই এক্ষেত্রে মালিকের অনুমতি থাকে না। মূল বিষয় হলো, যেহেতু এটি সাধারণ প্রচলন হয়ে গেছে, এজন্য মালিক চুপ থাকে। অন্তর থেকে কখনই সে সন্তুষ্ট থাকে না। যদি তার পক্ষে সম্ভব হতো, তবে সে নিজে গিয়ে ঘুড়ি ধরতো এবং কাউকে তার ঘুড়ি নিতে দিতো না। একারণেই ঘুড়ি কাটার সাথে সাথে মালিক দ্রুত সুতা গুটাতে থাকে। কেননা হাতে যা আসবে তাই গণীমত।

৩. সুতা লুণ্ঠন: সুতা লুণ্ঠন ঘুড়ি লুণ্ঠনের চেয়েও মারাত্মক। কেননা, ঘুড়ি তো কেবল এক ব্যক্তি পায় কিন্তু সুতা কয়েকজনের হাতে পড়ে। অনেক লোক এই গুনাহে লিপ্ত হয়ে পড়ে। এদের গোনাহের মূল কারণ ঘুড়ির মালিক। মুসলিম শরীফের এক হাদীস অনুযায়ী, তাদের প্রত্যেকের গোনাহের সমপরিমাণ গোনাহ তার একার হয়।

৪. অন্যকে ক্ষতি করার নিয়ত: প্রত্যেক ব্যক্তি ইচ্ছা থাকে যে, সে অন্যের ঘুড়ি কেটে দিবে এবং তার ক্ষতি করে দিবে। অথচ মুসলমানদের ক্ষতি করা হারাম। এই হারাম কাজের নিয়ত থাকার কারণে উভয়ে গোনাহগার হয়।

৫. নামায ও ইবাদত থেকে গাফেল থাকা: এই উদাসীনতার কারণে পবিত্র কুরআনে মদ ও জুয়াকে হারাম সাব্যস্ত করা হয়েছে।[৯৩]

৬. পর্দাহীনতা: ঘুড়ি ধরার জন্য সাধারণত: অন্যের ছাদে উঠতে হয়। ফলে প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনদের কষ্ট দেয়া হয় এবং পর্দাহীনতা আবশ্যক হয়ে পড়ে।

৭. জীবনের হুমকি: ঘুড়ি প্রতিযোগিতার সময় ঘুড়ি ধরতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যু কিংবা হাত-পা ভাঙ্গার ঘটনা পত্র-পত্রিকায় দেখা যায়। অনেক সময় ঘুড়ি কিংবা সুতা নিতে গিয়ে ভিড়ের কারণে রাস্তায় ট্রাফিক জ্যাম সৃষ্টি হয়। যে খেলায় মানুষের প্রাণ নাশের আশঙ্কা থাকে, তাকে

---

[৯৩] সূরা মায়েদা, আয়াত নং ৯১।

খেলা বলাটা এক ধরণের নির্বুদ্ধিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। রাসূল স. আমাদের উপর এতটা দয়ালু যে, যে ছাদে র‍্যালিং না থাকে ঐ ছাদে শয়ন করতে নিষেধ করেছেন। কেননা, হঠাৎ উঠে হাঁটতে শুরু করলে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সুতরাং ঐ খেলা অবৈধ হবে না কেন, যাতে নিত্যদিন প্রাণ হানির ঘটনা ঘটে থাকে।

৮. সম্পদের ক্ষতি:
এই খেলায় মানুষের লাখ লাখ টাকা নষ্ট হয়। ঘুড়ির সুতার পাশাপাশি, লাইটিং, মাইকিং ও সমাজের শীর্ষস্থানীয় লোকদের দাওয়াত প্রদান ইত্যাদিতে প্রচুর টাকা নষ্ট হয়।

৯. অন্যান্য গুনাহ: উপর্যুক্ত অন্যায়ের পাশাপাশি বর্তমান সময়ে ঘুড়ি প্রতিযোগিতার সময় উন্মুক্ত ফায়ারিং, লাউড স্পিকার, গান-বাদ্য এবং পুরুষ মহিলার অবাধ-মেলামেশা হয়ে থাকে। প্রত্যেকটি কাজই অবৈধ। আর যে খেলায় এতগুলো গুনাহ একত্রিত হয়, সেটা অবৈধ হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ থাকে না।

১০. উল্লেখিত কারণগুলোর কারণে ফকীহগণ প্রচলিত ঘুড়ি প্রতিযোগিতাকে নাজায়েয বলেছেন। অর্থাৎ বর্তমান সময়ে ঘুড়ি প্রতিযোগিতা, ঘুড়ি ছিনিয়ে নেয়া, সুতা নেয়া এবং প্রতিযোগিতার জন্য ঘুড়ি ক্রয়-বিক্রয় জায়েয নেই। এমনকি এই পেশার সাথে সংশ্লিষ্টদের জন্য শরীয়তে বৈধ এমন কোন পেশা গ্রহণ জরুরি।

বিশেষ দ্রষ্টব্য: উপর্যুক্ত হুকুম বর্তমান সময়ের প্রচলিত ঘুড়ি প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, যাতে উল্লেখি নিন্দনীয় বিষয়গুলো থাকে। এই খেলার খারাপ দিক দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু ছোট ছেলে-মেয়েরা ছোট-খাট ঘুড়ি ওড়ায় এবং উক্ত বিষয়ের কোন খারাপ দিক যদি না থাকে, তবে এতে কোন অসুবিধা নেই। এগুলো তাদের জন্য উপকারী না হলেও ছোট শিশু হওয়ার কারণে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন নিষেধাজ্ঞা নেই।

ঘরোয়া খেলা-ধুলা:

১. **দাবাঃ** ঘরোয়া খেলা-ধুলা মধ্যের দাবা জনপ্রিয়। এগুলোর নিষেধাজ্ঞার ব্যাপারে বর্ণিত হাদীসগুলো পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। সুতরাং এগুলো জায়েয নয়।

২. **তাসঃ** ফকীহগণ তাস খেলা থেকে নিষেধ করেছেন। কেননা, ১.এতে ছবি থাকে। ২. সাধারণত তাসের দ্বারা জুয়া খেলা হয়। ৩. এটি ফাসেক ও পাপীদের খেলা। ৪. অস্বাভাবিক মনোযোগ। ৫. মন প্রফুল্ল হওয়ার পরিবর্তে ব্রেনে চাপ সৃষ্টি হয়। ৬. এই খেলার অর্থপূর্ণ কোন উদ্দেশ্যও নেই।

৩. **শব্দ ধাঁধাঃ** অক্ষরের মাধ্যমে শব্দ তৈরির এ খেলাটি শিক্ষণীয় হওযার কারণে শরীয়তের দৃষ্টিতে বৈধ। সাধারণভাবে এতে জুয়া ইত্যাদি থাকে না। একারণে ব্রেনে মাত্রারিক্ত চাপ সৃষ্টি না হলে এই খেলাটি বৈধ।

৪. **কেরাম বোর্ডঃ** এই খেলায় শরীয়ত বিরোধী কোন বিষয় পাওয়া যায় না। সুতরাং নামায-রোয ও প্রয়োজনীয় কাজের প্রতি সতর্ক থেকে যদি খেলা হয়, তবে তা বৈধ। কেননা, অতিরিক্ত মনোনিবেশ অনেক সময় ফরজ আমল তেকে গাফেল করে দেয়। যা শরীয়তে নিষিদ্ধ।

৫. **লুডুঃ** লুডুর হুকুম বাহ্যিকভাবে কেরাম বোর্ডের হুকুমের মতো। তবে শর্ত হলো এতে পারিপার্শ্বিক কোন অবৈধ বিষয় থাকবে না। অর্থাৎ ছবি ইত্যাদি।

৬. **ভিডিও গেমসঃ** আধুনিক খেলা-ধুলার মাঝে ভিডিও গেম্‌স খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠছে। বিভিন্ন প্রকার গেমস বাজারে প্রচলিত আছে। ক) এমন ভিডিও গেমস যাতে প্রাণির ছবি ইত্যাদি থাকে না, বরং প্রাণহীন বস্তু যেমন, হেলিকপ্টার, জাহাজ, নদী-সমুদ্র, মোটর সাইকেল বা কার ইত্যাদি খেলা। অথবা, প্রাণির ছবি হলেও তা এমন অস্পষ্ট থাকে যে, ছবিতে স্পষ্ট নাক, কান চোখ ইত্যাদি বোঝা যায় না। অর্থাৎ একে প্রকৃত ছবি বলা যায় না, বরং শুধু একটি আকৃতি থাকে। এ উভয় ক্ষেত্রে ভিডিও গেমস খেলা বৈধ। তবে শর্ত হলো, ১. এতে জুয়া থাকবে না। ২. ইমায কাযা হবে না। ৩. কোন হুকুকুল ইবাদ নষ্ট করবে না। ৪. পড়া-লেখা ও অন্যান্য কাজ-কর্মে খারাপ প্রভাব পড়বে

না। ৫. সময় বা সম্পদ অপচয় করবে না। ৬. এতে আষক্ত হয়ে পড়বে না। এ বিষয়গুলো না থাকলে শরীয়তের পক্ষ থেকে কোন অসুবিধা নেই।

খ) অনেক বড় বড় ভিডিও গেমস রয়েছে, যাতে প্রাণির ছবি স্পষ্ট থাকে। এই খেলাগুলোতে প্রাণির ছবি থাকার কারণে অবৈধ হবে। বিশেষভাবে যখন এই খেলায় নিম্নোক্ত বিষয়গুলো পাওয়া যাবে,

১. ছবি হারাম হওয়ার বিষয়টি অন্তর থেকে চলে যায়।

২. নামায কাযা হয়।

৩. বান্দার হক্ব, প্রয়োজনীয় কাজ ও পড়া-লেখায় খারাপ প্রভাব পড়ে।

৪. সময় ও সম্পদের অপচয় এবং আষক্তি সৃষ্টি হয়।

এছাড়াও খেলার প্রতি আষক্তি সৃষ্টি হলে খেলার দ্বারা প্রফুল্লতা অর্জনের পরিবর্তে ব্রেনের উপর চাপ পড়ে থাকে, যার কারণে পড়া-লেখা ও প্রয়োজনীয় কাজে প্রতিবন্ধকাত সৃষ্টি হয়।

বর্তমান সময়ের প্রচলিত কিছু বিনোদনঃ

বর্তমানে সময় কাটানোর জন্য যেসমস্ত বিনোদন জনপ্রিয় হয়ে উঠছে, সেগুলোর শরয়ী বিধান আলোচনা করা জরুরি। কুরআন ও সুন্নাহ এবং সুস্থ বিবেকের আলোকে যদি পরখ করা হয়, তবে দেখা যাবে, এগুলো বিনোদন নয়, বরং অসুস্থ মানসিকতা ও বিকৃত রুচির প্রতীক।

১. গান শোনাঃ

বিনোদনের উদ্দেশ্যে ভাল কবিতা শোনা শুধু বৈধই নয়, বরং সাহাবায়ে কেরাম রা. থেকে বর্ণিত। কিন্তু গান যাতে বাদ্যযন্ত্র থাকে, কিংবা গাইরে মাহরাম মহিলার আওয়ায থাকে, তা শুধু হারামই না, রাসূল স. কে প্রেরণের উদ্দেশ্যের বিপরীত। রাসূল স. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা আমাকে মু'মিনদের জন্য রহমত ও হেদায়েত হিসেবে প্রেরণ করেছেন। আল্লাহ তায়ালা আমাকে নির্দেশ

দিয়েছেন, আমি যেন, গান ও বাদ্য যন্ত্রকে উঠিয়ে দেই। এবং ক্রুশ ও জাহেলী যুগের কুপ্রথাকে যেন নিশ্চিহ্ন করে দেই।[৯৪]

বোখারী শরীফে বর্ণিত আছে, আমার উম্মতের একদল লোক যিন, রেশমী কাপড়, মদ ও গান-বাদ্যকে বৈধ করার চেষ্টা করবে।[৯৫]

একইভাবে রাসূল স. বলেছেন.

الْغِنَاءُ يُنْبِتُ النِّفَاقَ فِي الْقَلْبِ كما يُنْبِتُ الماءُ البَقْلَ

গান মানুষের অন্তরে কপটতা সৃষ্টি করে যেমন পানি সবজী তৈরি করে।[৯৬]

মুফতী আ'জম আল্লামা শফী রহ. তাঁর আহকামুল কুরআনে গানের ব্যাপারে একটি মূল্যবান পুস্তক রচনা করেন। কাশফুল ঈনা আন ওয়াসফিল গিনা নামক রিসালার উদু অনুবাদ ইসলাম আউর মু'সিকী নামে প্রকাশিত হয়েছে।এ কিতাবে এ বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ সকল বিষয় একত্র করা হয়েছে। বিস্তারিত জানার জন্য এটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে।

ছবি তোলা: ইসলামে প্রাণির ছবি তোলা হারাম ও নাজায়েয। এ ব্যাপারে রাসূল স. কঠোরভাবে নিষেধ করেছেন।

১. রাসূল স. বলেছেন, ক্বিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে ছবি অঙ্কনকারীর।[৯৭]
২. যারা ছবি অঙ্কন করে ক্বিয়ামতের দিন তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে এবং বলা হবে, তুমি যে আকৃতি তৈরি করেছো, তাতে প্রাণ দান করো।[৯৮]

---

[৯৪] আবু দাউদ ত্বয়ালিসি, আহকামুল কুরআন দ্রষ্টব্য। খ.৩, পৃ.২০৮।
[৯৫] বোখারী শরীফ। কিতাবুল আশরিবা। আহকামুল কুরআন দ্রষ্টব্য। খ.৩, পৃ.২০৮।
[৯৬] বাইহাকী ও আবু দাউদ, ইসলাম আউর মু'সিকী দ্রষ্টব্য। পৃ.১৪৮।
[৯৭] বোখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস। ফাতহুল বারী। খ.১০, পৃ.৩১৪।
[৯৮] বোখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস। ফাতহুল বারী। খ.১০, পৃ.৩১৬।

৩. রাসূল স. বলেছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেছেন, তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে যে আমার মতো সৃষ্টি করতে উদ্যত হয়? সে এক অণু বানিয়ে দেখাক।[৯৯]

৪. রাসূল স. বলেছেন, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন প্রাণির ছবি অঙ্কন করবে, কিয়ামতের দিবসে তাকে বলা হবে, এতে প্রাণ দান করো। সে কখনও তা পারবে না। (ফলে তাকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে।)

৫. হযরত আয়েশা রা. বলেন, রাসূল স. এক সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করলেন। আমি একটি তাকের উপর পর্দা ঝুলিয়েছিলাম। যার নিচে ছবি ছিল। রাসূল স. যখন তা দেখলেন, ছিড়ে ফেললেন। এবং বললেন, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে কঠিন শাস্তি ঐ ব্যক্তির হবে যে, আল্লাহর সৃষ্টির গুনের অনুকরণ করে। হযরত আয়েশা রা. বলেন, অতঃপর আমি তাকে দু'টুকরো করে ফেলি।[১০০]

আমরা এখানে পাঁচটি হাদীস উল্লেখ করেছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন মুফতী শফী রহ. 'তাসবীর কে শরয়ী আহকাম' নামক পুস্তকে। এখানে তিনি সংশ্লিষ্ট বিষয়ের হাদীস, শরয়ী বিধান উল্লেখ করেছেন। এবং এ ব্যাপারে সৃষ্ট সন্দেহ ও তার উত্তর উল্লেখ করেছেন। বিস্তারিত অবগত হওয়ার জন্য এ পুস্তকটি অধ্যয়ন করা যেতে পারে। উক্ত রেসালা থেকে ছবির কিছু শরয়ী বিধান নিচে উল্লেখ করা হলো।

ছবি সম্পর্কিত শরয়ী বিধানঃ

১. কোন প্রাণির ছবি তোলা ও ছবি অঙ্কন করা জায়েয নয়। শুধু প্রাণহীন বস্তুর ছবি তোলা জায়েয।[১০১]

---

[৯৯] বোখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস, ফাতহুল বারী। খ.১০, পৃ.৩২৩।
[১০০] বোখারী শরীফ, কিতাবুল লিবাস, ফাতহুল বারী। খ.১০, পৃ.৩১৮।
[১০১] তাসবীর কে শরয়ী আহকাম, পৃ.৪৬।

২. ছবি অঙ্কন যেমন অবৈধ, তেমনি ক্যামেরা ইত্যাদি দ্বারা ছবি তোলা, প্রেসে ছাপান, প্রিন্ট করা বা মেশিনে ছবি নিয়ে কাজ করাও অবৈধ। তবে, পাসপোর্ট, আইডিকার্ড ইত্যাদিতে বিশেষ প্রয়োজনের কারণে তা বৈধ।[১০২]

৩. তৈরি ছবির বিধান হলো, ১. মাথা কাটা ছবি যা গাছের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ২. পাপোস, বিছানা ইত্যাদির ছবি। ৩. খুব ছোট ছবি যা আংটি, বোতাম ইত্যাদিতে থাকে। এগুলো সাধারণ নকশার বিধানের অন্তর্ভূক্ত। ৪. বাচ্চাদের খেলনা যদি ছবিযুক্ত হয়, তবে নাবালেগ বাচ্চাদের জন্য তা খেলার অনুমতি রয়েছে।[১০৩] তবে এই খেলাধুলার দ্বারা যদি তার অন্তর থেকে ছবি হারাম হওয়ার বিষয়টি উঠে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তবে তার থেকে বেঁচে থাকা সঙ্গত।

বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ বর্তমান সময়ে বিবাহ-শাদী ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে অবাধে ছবি ইত্যাদি তোলা হয়। এটি মুসলমান ও দ্বীনদার মানুষের জন্য খুবই চিন্তার বিষয়। কেননা, এতে একটি হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার পাশাপাশি মহিলাদের অসম্মান করা হয় এবং প্রকাশ্যভাবে শরীয়তের বিধান লঙ্ঘন করা হয়। পরিতাপের বিষয় হলো, এসমস্ত ক্ষেত্রে পরিবারের নেতৃবর্গ কোন ভ্রুক্ষেপ করে না। ফলে এসমস্ত গোনাহ অবাঘে সংঘটিত হচ্ছে। বিভিন্ন ধরণের অনুষ্ঠান ইত্যাদিতে এধরণের প্রকাশ্য হারাম কাজ সুকৌশলে বন্ধ করা পরিবারের নেতৃবর্গের শরয়ী দায়িত্ব।

সিনেমা দেখাঃ

সিনেমাতে একই সাথে অনেকগুলো কবিরা গোনাহ একত্রিত হয়েছে। যথা,

১. ছবি তোলা। যা হারাম ও নাজায়েয। পূর্বে এ সম্পর্কিত হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

---

[১০২] তাসবী কে শরয়ী আহকাম, পৃ.৭১।
[১০৩] তাসবীর কে শরয়ী আহকাম, পৃ.৪৭।

২. গান-বাদ্য: এটিও নাজায়েয ও হারাম। এ সম্পর্কিত হাদীসও পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

৩. নাচ ও ড্যান্স: এটি শরীয়ত বিরোধী হওয়ার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই।

৪. বেগানা মহিলা: রাসূল স. উভয়ের উপর অভিশাপ দিয়েছেন অর্থাৎ যে দেখছে এবং যাকে দেখছে।

৫. পুরুষ ও মহিলার অবাধ মেলামেশা: শরীয়তের দৃষ্টিতে এটি অকাট্যভাবে হারাম।

৬. চরিত্র বিধ্বংসী দৃশ্য: অশ্লীল ও চরিত্র বিধ্বংসী বিষয় বলা ও প্রকাশ করা যেখানে অবৈধ, সুতরাং রীতিমত সেগুলো ছবি ও ভিডিও করা কত বড় গোনাহ, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেছেন,

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَن تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لا تَعْلَمُونَ

যারা পছন্দ করে যে, ঈমানদারদের মধ্যে ব্যভিচার প্রসার লাভ করুক, তাদের জন্যে ইহাকাল ও পরকালে যন্ত্রণাদায়ক শাস্ড়ি রয়েছে। আলণ্ঢাহ্ জানেন, তোমরা জান না।

৭. অপরাধী মানসিকতা সৃষ্টি: এসমস্ত সিনেমা নতুন প্রজন্মের চিন্তা-চেতনাকে বিকৃত করা, অপরাধী মানসিকতা তৈরি, সমাজে অপরাধ বিস্তার এবং সমাজিক অবক্ষয়ে এটি যে ধ্বংসাত্মক প্রভাব ফেলছে, তা কোন সচেতন মানুষের নিকট অস্পষ্ট নয়।

এখানে কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করা হলো মাত্র। সিনেমার শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত প্রতি মুহূর্তে বিভিন্ন ধরণের কবিরা গোনাহের উপকরণ রয়েছে। আল্লাহ তায়ালা সিনেমার ধ্বংসাত্মক প্রভাব থেকে আগামী প্রজন্মকে রক্ষা করুন। আমীন।

নাট্যমঞ্চ:

নাট্যমঞ্চ এবং সিনেমার মাঝে তেমন কোন পার্থক্য নেই। সিনেমার ক্ষেত্রে ভিডিও ও ছবি তোলা হয়, কিন্তু নাট্যমঞ্চে সরাসরি অভিনয় করে দেখান হয়। এতে ছবি তোলার গোনাহ ছাড়া পূর্বে উল্লেখিত অন্য সকল গোনাহ পাওয়া যায়।

সারকথাঃ

বর্তমান সময়ের প্রচলিত কিছু খেলা ও বিনোদন সম্পর্কে পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। কুরআন ও হাদীসের আলোকে খেলা-ধুলা ও বিনোদন সম্পর্কে যে বিবরণ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, তা থেকে মৌলিকভাবে নিচের বিষয়গুলো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১. জীবনের প্রতিটি মহূর্তের মূল্যায়ন করা উচিৎ। নিজের মহা মূল্যবান সময়কে বুদ্ধিমত্তার সাথে সঠিক স্থানে ব্যায় করা উচিৎ।
২. খেলা-ধুলাকে জীবনের উদ্দেশ্য বানানো উচিৎ নয়। এটি একক ও সামাজিকভাবে দুনিয়া ও আখেরাতের ক্ষতি ও অধ:পতনের দাওয়াত দেয়ার নামান্তর।
৩. ইসলামে অলসতা ও মনক্ষুন্নতা অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে, উদ্যমতা ও প্রফুল্লতা শরীয়তে কাম্য। সুতরাং শরীয়তের সীমার মাঝে থেকে উদ্দেশ্যপূর্ণ বিনোদন বৈধ, যতক্ষন না তা জীবনের মৌলিক উদ্দেশ্যে পরিণত হয়।
৪. খেলা-ধুলার ক্ষেত্রে ঐ সমস্ত খেলাকে পছন্দ করা, যার প্রতি রাসূল স. উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং যা জিহাদ ও প্রয়োজনীয় হক্ব আদায়ে সহায়ক হবে।

আল্লাহ আমাদের সকলকে জীবনের প্রতিটি শাখায় শরীয়তের উপর পুঙ্খানুপুঙ্খ রূপে আমল এবং সুস্থতা, আনন্দ, উদ্যমতা ও প্রফুল্লতার সাথে ইবাদত-বন্দেগীতে আত্মনিয়োগ করার তৌফিক দান করুন, যেন জীবনের এ সংক্ষিপ্ত

সফর সহজে শেষ করে আখেরাতের মঞ্জিলে সফলতার সাথে পৌঁছতে পারি। আমীন।[১০৪]

وَآخِرُ دَعْوَانا أنِ الحمْدُ لله رَبِّ العَالَمِيْنْ

মাহমুদ আশরাফ

১৫ রবিউল আওয়াল, ১৪১৩ হিঃ।

---

[১০৪] অনুবাদ শেষ হয়েছে, বিকাল, ৪.৪৫ মিনিট। শুক্রবার, ১২.০৭.১৩ ইং।

লেখকের অন্যান্য বই:

১. মাযহাব প্রসঙ্গে ডা.জাকির নায়েক একটি গবেষণামূলক পর্যালোচনা
২. নবীজীর হাদীস ও ইমামগণের মতভেদ। [শায়খ মুহাম্মাদ আওয়ামাহ।]
৩. তাবলীগ বিরোধী অপপ্রচারের জবাব। [মাওলানা আমিন সফদর উকাড়ভী রহ.]
৪. মাযহাব বিরোধী অপপ্রচারের জবাব। [মাওলানা আমিন সফদর উকাড়ভী রহ.]
৫. নামায সংক্রান্ত চল্লিশটি মাসআলায় আরব আলেমদের মাঝে মতবিরোধ।
৬. আল্লামা ইবনে তাইমিয়া রহ. এর দৃষ্টিতে তাসাউফ।

শীঘ্রই প্রকাশিত হবে,

৭. আল-মুহান্নাদ আলাল মুফান্নাদ (দেওবন্দী উলামায়ে কেরামের আক্বিদা-বিশ্বাস) [ব্যাখ্যাসহ]